সব-হারাদের গান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

মাঘ ১৩৩৬

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
সরস্বতী লাইব্রেরী
৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

....

....

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু

প্রবীণ হ'য়েও তুমি অন্তরে নবীন,
গৃহস্থ হ'য়েও তুমি বন্ধন-বিহীন,
রসিক হ'য়েও তুমি পরম গম্ভীর,
ধীমান হ'য়েও তুমি মহাকর্ম্মবীর,
ক্ষাত্র তেজে দীপ্ত তুমি নির্ম্মল ব্রাহ্মণ
ক'রেছ ভোগের সাথে ত্যাগের মিলন।
জীবনে ক'রেছ তুমি সবারে স্বীকার,
উন্মুক্ত করিয়া তব রেখেছ দুয়ার
সকলের তরে ; শুধু মিথ্যার স্পর্দ্ধারে
দাও নাই স্থান কভু। তাই নির্ব্বিচারে
কাঞ্চন ছাড়িয়া নিলে সৈনিকের অসি,
স্বেচ্ছায় তাই ত তুমি কারাগারে পশি'
আকণ্ঠ করিলে পান ব্যথার গরল ;—
পরিলে নূপুর করি কারার শিকল ;
দারিদ্র্যে করিলে তুমি অঙ্গের ভূষণ,
দুঃখেরে মুকুট শিরে করিয়া ধারণ
দুখেরে দিলে গো লজ্জা ; মুক্তির বাঁশরী
বাজালে বন্ধন মাঝে ; দু'টি আঁখি ভরি
হেরিলে রুদ্রের শোভা ভীষণ মধুর ;
সাধিছ জীবনে তারই উন্মাদিনী সুর।

আমার এ গানে সেই রুদ্রের অর্চ্চনা,—
প্রচণ্ড-সুন্দর যিনি তাঁরই আরাধনা
ক'রেছি সঙ্গীতে মোর। পদধ্বনি তাঁর
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে শুনি অনিবার ;
শুনি লক্ষ তরুণের রক্তের কল্লোলে,—
শুনিতেছি মর্ম্মে মোর ; দোলে, ওরে, দোলে
রক্তিম-কেতন তাঁর বিদ্যুত-শিখায়,
কোদণ্ড-টঙ্কার তাঁর ঐ শোনা যায়
সপ্ত-সিন্ধু-কলরোলে ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে।
আসে আসে, ভয়ঙ্কর আসে প্রতিক্ষণে
রথ-চক্রে বিচূর্ণিয়া উদ্ধত প্রাসাদ,
অর্থগৃধ্নু ধনিকের অন্যায়ের বাঁধ।
তাঁরই জয়ভেরী শুনি চাষীর হুঙ্কারে,
শ্রমিকের ধর্ম্মঘটে। আজি কারাগারে
বন্দীরা জাগিছে রাতি তাঁরই প্রতীক্ষায় ;
কারারুদ্ধ সন্তানের মুক্তি কামনায়
তাঁরেই ডাকিছে মাতা বিনিদ্র নয়নে।
সে আসে, সে আসে ওগো তাণ্ডব নর্ত্তনে
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব করিয়া শ্মশান ;
আমার এ গানে তাঁরই আগমনী গান।

শ্রদ্ধানত

—বিজয়

সূচীপত্র

সব-হারাদের গান

সব-হারাদের গান

গাহি জীবনের গান।
রাতের আঁধারে জাগিতেছে ধীরে মহামানবের প্রাণ।
ব্যথার শোণিতে রক্তিম হ'য়ে সহস্র-দল ফোটে;
তাহারই বার্ত্তা নিশার বক্ষে গগনে গগনে ছোটে।
পাঁপড়ির পর খুলিছে পাঁপড়ি রাতের অন্ধকারে—
রক্তকমল ফোটে মানবের বেদনার পারাবারে।
পরম-শোভায় ফোটে কুবলয়—আমি কবি তার গান
গাহিতেছি আজি দুখের তিমিরে—আসিতেছে ভগবান।

আসিতেছে ভগবান
মহামানবের হৃদয়-পদ্মে—গাহ কবি তার গান।
মানুষের ব্যথা সঞ্চিত হ'য়ে ছুঁয়েছে আকাশ-তল,-
যত দূরে চাই—তত দূরে হেরি সৃষ্টির চোখে জল,

জঠরে জঠরে জ্বলিছে বহ্নি, অন্ন নাহিক ঘরে—
কুকুরের সাথে লড়িছে মানুষ একটু রুটির তরে ;
কাকের মুখের আহার কাড়িয়া খেতেছে অন্ন খুঁটি—
কাঁদে নরনারী—চাহিনাকো কিছু—রুটি চাই, শুধু রুটি।

"দাও, ওগো দাও রুটি"—
ধনিকের দল ফিরেও চাহে না,—কাঞ্চন মুঠি মুঠি
ছড়াইছে তারা বিলাস-ব্যসনে—'বিলিয়ার্ড' খেলে সুখে,
নাচে 'বল্‌নাচ', খায় 'শ্যাম্পেন', 'সিগার' ফুঁকিছে মুখে,
বাজায় পিয়ানো, করে প্রেমালাপ, মোটরে চলেছে ছুটি—
হাসিয়া হাসিয়া হোটেলে বসিয়া কুকুরেরে দেয় রুটি ;
বাহিরে মানব ধুঁকিছে ক্ষুধার দুঃসহ বেদনায়—
কুকুরের সাথে ভাগ্য বুঝি সে বদল করিতে চায় !

ভয় নাই, ভয় নাই ;
তোমার লাগিয়া জাগে ভগবান। শোন রে মানুষ ভাই,
এই জগতের আড়ালে রয়েছে অদৃশ্য এক জন—
ভয়ে যাঁর তাপ দিতেছে অগ্নি, বহিতেছে সমীরণ,
চন্দ্র সূর্য্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঢালিছে আলোর ধারা,—
এই বিশ্বের আড়ালে সে জন জাগিছে তন্দ্রাহারা।
তোমাদের লাগি কত মহাপ্রাণ স'হেছে নির্ব্বাসন,
কারার কক্ষে শৃঙ্খলভার বহিয়াছে আজীবন,—

তোমাদের লাগি নয়নে তাদের ঝ'রেছে অশ্রুধারা—
সে সব বেদনা, সে সব সাধনা—ব্যর্থ হবে না তারা।

নিশার আকাশ-তলে
মহামানবের মর্ম্ম-কোরক ফোটে অগণ্য দলে।
যত তারে হানে তত ছুটে বাস—প্রাণে প্রাণে জাগে ঢেউ,—
রবে না মানুষ মনুষের দাস—ক্ষুধিত রবে না কেউ।
দেহের রক্ত জল ক'রে যারা যুগ-যুগান্ত ধরি
লাঙলের মুখে মরু-ধরণীরে তুলেছে শ্যামল করি,—
পাহাড় কাটিয়া রচিয়াছে পথ, গ'ড়েছে প্রাসাদ-মালা,
খনির গর্ভে পশিয়া রত্নে ভরিছে ধরার ডালা,—
আজ পৃথিবীতে জীবন তাহারা যাপিতেছে উপবাসে—
নিকটে লক্ষ প্রাসাদ থাকিতে ঘুমায় পথের পাশে!
শোভে চারিদিকে পণ্যবীথিকা—বসনের স্তূপে ভরা—
তারই মাঝে শীতে কাঁপে নরনারী ছিন্নবস্ত্র-পরা।

শোন ধনিকের দল,
ফাঁকির উপরে দাঁড়ায়ে র'য়েছে তোমাদের ধনবল।
তোমাদের যত বিপুল প্রাসাদ, ফাঁকির উপরে গড়া—
এই ফাঁকি আর কত কাল ধ'রে বহিবে বসুন্ধরা?
উপবাসী যত গোলামের দল খেটে যাবে চিরকাল—
তোমরা ঘুমাবে পালঙ্কে—আর চরাবে মানুষপাল!—
মিথ্যা, এ সব মিথ্যা স্বপ্ন—তোমাদের জোর যত
ভাঙিয়া যেতেছে বাতাসের মুখে তাসের ঘরের মত!

ভাঙনের গান গাই।
ফাঁকিতে ফাঁকিতে ভরিয়া উঠেছে সমাজ ; আজিকে তাই
চক্র ধরিয়া আসে ভগবান চড়ি বিপ্লব-রথে,
দিগন্তে তার ডঙ্কা বাজিছে, নরনারী পথে পথে
"রুটি দাও" বলি' করে গর্জ্জন, হাঁকে উচ্চৈঃস্বরে—
"আমরা খাটিব কলে-প্রান্তরে, অন্ন লুটিবে পরে!
বহু শতাব্দী ধরিয়া নীরবে সহেছি এ অবিচার,—
আজ থেকে ভাই সহিব না আর 'পরগাছা'দের মার।"

সাম্যের যুগ এল ধরণীতে, এই যুগের নরনারী
রহিবে না কেহ উপবাসী ঘরে, প্রাসাদ-তোরণে দ্বারী
দিবে না তাড়ায়ে কাঙালের দলে, মূর্খ রবে না কেহ,
নর বেচিবে না বাহুর শকতি, নারী বেচিবে না দেহ—
সব-হারা যারা দুনিয়ায় তারা সবের মালিক হবে—
যুগের শঙ্খে এই মহাগান বাজে ভৈরব রবে।
সময় হ'য়েছে নিকট বন্ধু, দুঃখ বেদনা ভোলো—
ভগবান আসে,—আকাশে আকাশে আনন্দ-গান তোলো।
ব্যথার সাগরে নিশার আঁধারে রক্তিম শতদল
করিছে রচনা তাঁহারই আসন,—মোছ মোছ আঁখিজল!

রক্ত-জবা

অমার এ মালা নহে যুথী-বেল-বকুলের মালা—
গাঁথে যাহা প্রণয়িনী তরুতলে বসিয়া নিরালা
প্রেমিকে সাজাতে তার ; এরে আমি গেঁথেছি নিশীথে
আমার চোখের জলে ! মরু-পথে চলিতে চলিতে
আহত-হিয়ার তারে ব্যথা যত তুলেছে ঝঙ্কার—
তাই দিয়ে গাঁথিয়াছি আমার এ রক্তজবা-হার ।
শোণিত-চন্দনে লিপ্ত আমার এ মাল্যখানি দিয়ে
পূজিনু চরণ তব ।

এক দিন গ্রন্থরাশি নিয়ে
অধ্যয়নে ছিনু মগ্ন সুখসুপ্ত নিরালা কুটিরে ;
শরতের মেঘসম দিনগুলি ভেসে যেত ধীরে ;
আপনার স্বপ্ন ল'য়ে থাকিতাম সেদিন বিভোর
যৌবনের কুঞ্জবনে ; সহসা ভাঙিল ঘুম-ঘোর
অতি ঘোর অট্টহাসে ; চমকিয়া উঠিনু তরাসে ।
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ
সেই হাসি ধ্বনিল বাতাসে ;

সে বিকট শব্দে মোর থেমে গেল হৃদয়-স্পন্দন ;
শিহরিল প্রতি রোম ; তারপর পূরিল গগন
সূচিভেদ্য অন্ধকারে ; ক্ষীণ হ'য়ে আসিল চেতনা ;
সভয়ে চীৎকার করি কহিলাম—কে তুমি বল না,
হাসিছ বিকট হাসি ? কিবা তব ক্রুর অভিলাষ ?
আমারে লইয়া তব কেন এই ঘোর পরিহাস ?
আঁধারে উঠিল ধ্বনি—"আমি মৃত্যু ভাঙি ঘুমঘোর
এসেছি জাগাতে তোরে হানি তীব্র কুলিশ কঠোর ;
মিলনের কুঞ্জবনে দুর্ব্বাসার অভিশাপ,
ভাঙিয়া মঙ্গল-শঙ্খ শ্মশানের জাগাই বিলাপ,
ফুৎকারে নিভায়ে দিই গৃহস্থের মঙ্গল-প্রদীপ,
লোল জিহ্বা দিয়া মুছি সধবার সিন্দুরের টিপ,
মাতৃবক্ষ শূন্য করি ছিঁড়ে আনি যুবক সন্তান,
গৃহে গৃহে রচি আমি বিচ্ছেদের ঘোর ব্যবধান,
দম্পতীর ফুলশয্যা পুড়াইয়া করি ছারখার,
শান্তিজল নাহি মোর,—আছে শুধু অগ্নি-তরবার ;
জাগাই ঘুমন্ত পুরী ঝটিকার উচ্চ অট্টহাসে,
উৎসবের ফুলমাল্য ম্লান করি বিষাক্ত নিঃশ্বাসে।
আমি কালী করালিনী, মৃত্যু আমি, আমি বজ্রানল,
আমি ঝঞ্ঝা, আমি শনি, আমি রাহু, আমি অমঙ্গল।
ওরে অন্ধ—রাখ স্বপ্ন, রাখ ধ্যান, রাখ অধ্যয়ন ;
যেতে হবে দূর পথে—কর ত্বরা"—থামিল গর্জ্জন।
যেতে হবে দূর পথে! ডরে বক্ষ উঠিল কাঁপিয়া ;
কহিনু কম্পিত কণ্ঠে,—কিবা হবে অক্ষমেরে দিয়া!

ক্ষমা কর মোরে দেবী, পাবে তুমি বহু অনুচর—
আমারে ছাড়িয়া দাও আমার এ আরামের ঘর।
"ক্ষমা নাই মোর কাছে"—অন্ধকারে উঠিল হুঙ্কার ;
"পাষাণী আমারে বলে—ঝঞ্ঝা সম আমি দুর্নিবার ;
আমার আহ্বান শুনি রাজপুত্র হ'য়েছে সন্ন্যাসী,
তরুণ আমার ডাকে হাসিমুখে ধরিয়াছে ফাঁসি,
গোপার চুম্বন-মধু, শচী-মার অশ্রু-পারাবার—
সবার উপরে জয়ী প্রাণকাড়া আহ্বান আমার।
দুর্ব্বার, দুর্দ্দম আমি—পারিবে না ঠেকাইতে মোরে।"
বুঝিলাম—বৃথা চেষ্টা, বৃথা কান্না ; শত বাহু-ডোরে
প্রিয়া যদি বাঁধে মোরে সুকোমল বক্ষ 'পরে তার,
জননীর অশ্রুনদী রুদ্ধ করে নিষ্ক্রমণ-দ্বার,
ভুলাইতে চাহে মন কুবেরের অগণিত ধন,
তবু জানি ছিন্ন করি সংসারের সহস্র বন্ধন
আমারে ছুটিতে হবে ভীষণ যে তারই অভিসারে ;
বালুকার ক্ষুদ্র সেতু ভেসে যাবে সাগর-জোয়ারে।
কহিনু কম্পিত কণ্ঠে—কোন্‌খানে যেতে হবে সাথে ?
"দুঃখের শ্মশান-ক্ষেত্রে—অত্যাচার যেথায় দু'হাতে
কাড়িছে অন্যের দেশ, দুর্ব্বলেরে দলিছে দু'পায়ে।"—
থামিল গম্ভীর কণ্ঠ ; উচ্চ-হাস্য তরঙ্গের ঘায়ে
কাঁপায়ে আঁধার পুনঃ ক্ষণ পরে উঠিল ঝঙ্কার,—
"ওরে মূঢ়,—গাঁথিয়াছ অভ্রভেদী স্বার্থের প্রাকার
আপনার চতুর্দ্দিকে ;— তারই মাঝে কুসুম-শয়নে
হেরিছ সোণার স্বপ্ন ছায়াময় শান্তি-নিকেতনে।

সর্ব্বনেশে এই শান্তি—ভিত্তি এর চৌর্য্যের উপরে ;—
সত্য নাই, প্রেম নাই, বীর্য্য নাই ইহার অন্তরে।
সুন্দরের ছদ্মবেশে এই শান্তি মরণের ছায়া,
কবরের সুপ্তি ইহা, এর নাম সর্ব্বনেশে মায়া।
এ মায়া ছেদন কর,—অগ্নি দাও আরাম-শয়নে,
উলঙ্গ সত্যের সাথে শুভ দৃষ্টি হোক শুভ ক্ষণে।
উন্মুক্ত আকাশ-তলে নিখিলের শোন হাহাকার
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রুগ্ন দেহ অস্থিচর্ম্মসার—
অন্তরে আনন্দ নাই, তবু কোটি নরনারী
খাটিছে নীরবে নিত্য ; হৃৎপিণ্ড দু'হাতে নিঙাড়ি
আপনার তপ্ত রক্তে মিটাইছে লোভীর পিপাসা ;
আপনার গৃহ নাই—গড়িতেছে অপরের বাসা ;
আপনার বস্ত্র নাই—বুনিতেছে অন্যের কাপড় ;
আপনি অভুক্ত থাকি—ভরিতেছে ধনীর উদর।
এদের দুঃখের ভাগ নিতে হবে ; ইহাদের সাথে
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নিদারুণ ঝটিকার রাতে
ধরিতে হইবে উচ্চে বিপ্লবের উন্মাদিনী সুর,—
মিথ্যার আস্পর্দ্ধা যত ভাঙিয়া করিতে হবে চূর।
থামিল সে বজ্রকণ্ঠ শুধু এক মুহূর্ত্তের তরে—
তার পর ঝঞ্ঝা যথা হানে ক্রুদ্ধ উন্মত্ত সাগরে
তেমনি মথিয়া সেই সীমাহীন জমাট আঁধার
উঠিল গম্ভীর নাদ,—"শুধু মিথ্যা, শুধু অহঙ্কার ;
কোন দিকে নাহি প্রেম, নাহি মুক্তি, নাইকো বিচার।
আইন চাহেনা ন্যায়, চাহে শুধু করিতে শাশ্বত

অন্যায়ের অধিকার ;—দুর্ব্বলের দীর্ঘশ্বাস যত
শূন্যে যায় মিলাইয়া ; কেহ যদি প্রতিবাদ করে
কারাগার বিদ্রোহীরে করে গ্রাস আঁধার-বিবরে ;
ফাঁসির কঠিন রসি রুদ্ধ করে কণ্ঠশ্বাস তার,
প্রবল মিথ্যার হস্ত বন্ধ করে সত্যের দুয়ার।
শুধু কি রাষ্ট্রের মিথ্যা ? হের ঐ সমাজ নিষ্ঠুর
মানুষে করিছে হেলা, যেন তারা শৃগাল কুক্কুর।
পুরুষ নারীরে তার করিয়াছে কামনার দাসী,
বিলাসের ভোগ্য-বস্তু ; পরিণয় হইয়াছে ফাঁসি ;
শক্তি অবরুদ্ধ আজ ; প্রেমে নাই মুক্তির ঝঙ্কার ;
চারিদিকে শুধু মিথ্যা, শুধু দম্ভ, শুধু অত্যাচার।"
আবার থামিল কণ্ঠ ; সভয়ে কহিনু আমি তাঁরে—
একা আমি অসহায় ; 'অসহায় !'—উঠিল আঁধারে
বিকট হাসির রোল। "ওরে মূঢ়, ছাড় অবিশ্বাস ;
কে বলিল একা তুই ?"—
পূর্ণ হল সহসা আকাশ
আলোকের পারাবারে, হেরিলাম দেবীর মূরতি
মহাশূন্যে জ্যোতির্ম্ময়ী ; শত সূর্য্য করিছে আরতি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁরে, এলোকেশ মেঘের বরণ
দিগন্তে লুটায়ে পড়ে, নিম্নে সিন্ধু করিছে ক্রন্দন
চুমিতে চরণধূলি ; করিতেছে ব্যজন ঝটিকা ;
লক্ লক্ লোল জিহ্বা, ভালে দীপ্ত শোনিতের টিকা
আরক্ত তপন সম ; করে শোভে ভীম তরবার ;
ভীষণ দশনপাঁতি—বক্ষে দোলে নরমুণ্ড-হার ;

চরণ-নখরে নাচে শত কোটি পূর্ণ শশধর ;—
মুকুটে বিজলী ঝলে ; পরশিছে মহানীলাম্বর
রক্ত-চূড়া কিরীটের ;

হেরি সেই জ্যোতির প্রকাশ
জাগিল সাগর-জলে জোয়ারের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ;
শিহরিল তৃণদল, ফুলে ফুলে লাগিল কাঁপন—
তার পর মহাশূন্যে জিনি নব জলদ-গর্জ্জন
উঠিল গম্ভীর ধ্বনি ,—"ধ্বংসরূপে আমি চিরদিন
পুরাণ সৃষ্টিরে ভাঙি করি তারে চঞ্চল নবীন।
শতাব্দীর পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা ভাসাই বন্যায়,
ভাঙিতে মিথ্যার বাঁধ, দাম্ভিকের প্রচণ্ড অন্যায়
অমি ফিরি যুগে যুগে দেশে দেশে বিপ্লবের রূপে,
সিন্ধুর জোয়ার আনি অন্ধকার অবরুদ্ধ কূপে।
জীর্ণ অবসন্ন বুকে ভাঙনের জাগাই উল্লাস—
খড়্গ-মুখে রক্তে লিখি মানুষের নব ইতিহাস ।
আমি ছিনু কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের ছায়ে,
দুরন্ত-কৌরব-গর্ব্ব ভাঙিলাম ত্রিশূলের ঘায়ে ।
ধনিকের অত্যাচারে জর্জ্জরিত ফরাসী যে দিন
মূর্চ্ছিত শৃঙ্খলভারে,—'গিলোটিন' ধরিয়া সে দিন
এসেছিনু উড়াইয়া দিগ্বিজয়ী ত্রিবর্ণ-নিশান,
উন্মুক্ত কৃপাণ-মুখে 'লুইসে'র কাটিনু গর্দ্দান।
উঠিল আবার যবে কাঁদাইয়া রুষের গগন
কোটিকণ্ঠে বুভুক্ষুর মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন—

সে দিন আসিনু পুনঃ বিপ্লবের পরি রক্ত বেশ,
লেনিনের খড়্গামুখে 'জার' বংশ করিলাম শেষ।
এমনি করিয়া আমি বারে বারে রক্তের বন্যায়
নির্ম্মল করিনু ধরা, ভাসাইনু কলুষ অন্যায়।
বিশ্বের শিয়রে আমি আজও জাগি—অমোঘ বিধান।
অত্যাচার যত কাল—তত কাল আমার কৃপাণ
মানুষের উষ্ণ-রক্তে বারে বারে উঠিবে রাঙিয়া।"
—নীরবিল কম্বু কণ্ঠ ; জ্যোতি ক্রমে এল মিলাইয়া
অনন্ত-আকাশ-পটে ; লুপ্ত হ'ল আগুনের ছবি ;
গগনে মিলাল যেন মধ্যাহ্নের শত দীপ্ত রবি।
সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবরিল আকাশ ধরণী।
তখন সজল-নেত্রে উর্দ্ধে চাহি কহিনু—জননী,
যে পথ দেখালে মোরে আজীবন চলিব সে পথে,
উড়িবে তোমার ধ্বজা আমার এ বিদ্রোহের রথে।
যে বাণী আমারে দিলে—তারে আমি বিলাব সবারে ;
যে আলো নয়নে দিলে—আমি সেই আলোর জোয়ারে
ভরিব আঁধার দেশ—নিরাশেরে দিব আমি আশা,
বিশ্বাসের অগ্নিতেজে পুড়াইব সন্দেহের বাসা।
তোমার চারণ-বেশে পথে পথে আমি গাব গান,
আমার সঙ্গীতে তব ফুকারিবে প্রলয় বিষাণ।

সাড়া নাহি দিল কেহ—অন্ধকার শুধু একবার
হাসিল বিজলী-তেজে—তার পর নিশব্দ আঁধার।

সে দিন হইতে দেবী, ছুটিয়াছি তোমার আহ্বানে ;
সে দিন হইতে মোর যত সুর বেজেছে পরাণে,
যত আশা, যত স্বপ্ন মর্ম্মে মোর দিয়েছে ঝঙ্কার—
সব দিয়ে গাঁথিলাম আমার এ রক্ত জবা-হার।

রক্ত-উষার যাত্রীদল

ওরে আমার বাঁধন-হারা রক্ত-উষার যাত্রীদল,
চল্ ফুটিয়ে মরুর বুকে নব আশার লাল কমল ;
অন্ধকারের দুর্গ-শিরে রাঙা-রবির জয়-নিশান
উড়িয়ে দিয়ে, কণ্ঠে নিয়ে পাগ্‌লা-ঝোরার বিজয় গান
চল্ আগিয়ে নতুন দিনে তরুণ যত বন্ধুগণ,
অরুণ-রাঙা মেঘের রথে এল পথের নিমন্ত্রণ।

চোখে তোদের দূর আকাশের স্বপ্নমাখা নীল কাজল,
বুকের তলে গর্জ্জি' ফিরে সাত-সাগরের ক্রুদ্ধ জল ;
বজ্রে তোদের তূর্য্য বাজে, ঝঞ্ঝা তোদের তুরঙ্গম,
রাজার মুকুট খেলনা তোদের, গলার মালা ভুজঙ্গম ;
করে তোদের বিজয়-ধনু—টঙ্কারে তার ভয়ঙ্কর
শঙ্কা লাগে, অশ্রুজলে অভয় মাগে নীল সাগর।

জীর্ণ বরষ ঐ মরে' যায়, শিউরে উঠে অন্ধকার,
ঐ খুলে যায় দিগ্বলয়ের রক্ত-রাঙা তোরণ দ্বার,
সপ্ত ঘোড়ার রথ হাঁকিয়ে চক্রবালে লাল তপন
বেরিয়ে আসে রক্ত বাসে,—যাত্রা কর যাত্রিগণ।
জানি মধুর বঁধুর দিঠি, মধু প্রিয়ার আলিঙ্গন,
জানি মধুর মলয় বায়ে মুঞ্জরিত কুঞ্জবন,
জানি মধুর গন্ধে বিভোর কোকিল-ডাকা বকুলতল,
জানি মধুর পদ্ম-ফোটা মরাল-ডাকা দীঘির জল,
জানি মধুর সখার হাসি, মধুর কচি শিশুর বোল,
সবার চেয়ে জানি মধুর শীতল-করা মায়ের কোল।

তবু যে হায় সকল ছেড়ে চল্‌তে হবে, নাই সময় ;
ঘরের যত কান্নাহাসি রথের বুকে হোক তা লয়।
নয়ন-কোণে জল জমেছে ? বিদায় নিতে চায় না মন ?
ক্ষণিক যাহা তারেই চেয়ে ভুল্‌বি যাহা চিরন্তন ?
সাঁঝের দীপই সত্য হবে ? বিফল হবে চাঁদের কর ?
নীল আকাশের চেয়েও তোদের আপন হবে বাসর-ঘর ?

যাত্রী তোরা, পথিক তোরা, সঙ্গী তোদের সূর্য্য চাঁদ—
প্রাণের বেগে ভাসিয়ে চলিস্ যুগন্তেরই জীর্ণ বাঁধ ;
পথ-বিহীন সিন্ধু-বুকের যাত্রী তোরা কলম্বাস—
পাহার মরু লঙ্ঘি চলিস্—নাইকো বাধা, নাইকো ত্রাস
তরু-বিহীন মরুর বুকে ছুট্‌ছে যেথা বালুর ঝড়,—
ক্ষুব্ধ সাগর পাষাণ-তটে ভাঙ্‌ছে যেথা নিরন্তর,

অভ্র-ভেদী গিরির শিরে বইছে যেথায় তুষার স্রোত,
তিমির রাতে গগন-পথে চল্‌ছে যেথা বিমান-পোত,
জন-বিহীন মেরুর দেশে নাই যেখানে সূর্য্যালোক—
সেই ভীষণের বুকে তোদের এবার তবে যাত্রা হোক্।

কাগজ কলম আয় না ফেলে, পুঁথি যেথায় সেথায় থাক্ ;—
বঁধুর গাঁথা বরণ-মালা বঁধুর হাতেই শুকিয়ে যাক্।
আছে যাদের অট্টালিকা, রেশমী কাপড় মোটর কার
সোণার খাটে দেখুক তারা সোণার স্বপন চমৎকার।
শামলা-পরা উকিলগুলো মাম্‌লা নিয়ে থাক্ বিভোর,
রাত্র জেগে ছাত্রগুলো কেতাব ল'য়ে পড়ুক জোর,
কবি তাহার সেতার ল'য়ে চাঁদনী রাতে করুক গান,
পুরুত মশাই ঘণ্টা নাড়ুন, পাঁজি পুঁথির দিন বিধান,
নাকের ডগায় চশ্‌মা রেখে হিসাব লিখুক ব্যবসাদার,
খোশ্ মেজাজে গল্প করুক সিগার হাতে ব্যারিষ্টার।

তোদের ত' ভাই নাই ত' কিছু, তোদের আছে নির্ব্বাসন,
তোদের আছে ক্ষুধার জ্বালা তোদের আছে কাঁটার বন,
তোদের আছে ফাঁসির রসি, তোদের আছে শিকল-হার,
তোদের আছে আন্দামানের বন্দীশালার অন্ধকার,
তোদের আছে শূন্য ঝুলি মান্দালয়ের তপ্ত দিন,
তোদের আছে 'রেগুলেশন' লাঠির খোঁচা, অন্তরীণ্।
পিছে তোদের শত্রুদলের বিদ্রূপেরই অট্টহাস—
সাম্‌নে আসে ঘূর্ণীবায়ু ধূলায় ঢেকে নীল আকাশ।

চল্‌বি তোরা ভবের পথে আনন্দেরই ফুটিয়ে ফুল—
মুখের পানে চেয়ে তোদের অবিশ্বাসীর ভাঙ্‌বে ভুল।
ডান হাতে যা ক'রবি উপায় বাম হাত তাই বিলিয়ে দিক্—
কাল যা হবে তাহার বোঝা কালই তাহার স্কন্ধে নিক।
সকল দেশই তোদের হবে, আপন হবে সকল ঘর,
থাক্‌বে নাকো বর্ণ-বিচার, থাক্‌বে নাকো আপন পর।
থাক্‌বে শুধু একটী জাতি—সে জাত হবে মানুষ জাত—
তার উপরে থাক্‌বে না কো রাজা উজির কারো হাত।

মানুষকে যে ক'রবে ছোট তোদের হবে শত্রু সেই ;
তোদের কাছে নাইকো গোলাম, তোদের কাছে মুনিব নেই,
তোদের কাছে নাইকো আইন, নাইকো আচার, নাই বিধান—
যা কিছু ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে কর্‌বি তোরা সব সমান।
এই জগতের কারও কাছে নুইবে নাকো তোদের শির—
হোক না সে জন বুদ্ধ যীশু, হোক না সে জন খোদার পীর।
বুকের ভিতর লুকিয়ে ব'সে আপন যে জন দেন আদেশ—
তাঁহার কাছে নাইকো রাজা, নাইকো সমাজ, নাইকো দেশ।
চাইবি নাকো কারও দ্বারে, সখা তোদের সবল হাত,
চোখের পানে চেয়ে সবার শুনিয়ে দিবি সাচ্চা বাত।
কউ বা দেবে ধূলি তোদের, কেউ বা দেবে ফুলের হার,
কেউ বা ডেকে কর্‌বে আদর, রুদ্ধ কেহ কর্‌বে দ্বার।
যার যা খুশী করুক না সে—তোরা পথের পথিক জন—
বন্ধুজনে দিবি কেবল বিদায় বেলার আলিঙ্গন।

ঘরের কোণে ঘির্‌তে তোদের চাইবে অনেক কোমল কর,
সকল বাঁধন পেরিয়ে যাবি—মনকে তোরা শক্ত কর।
তোদের শুধু আগিয়ে চলা, তোদের শুধু পথ আপন—
মুক্তি যাদের ডাক দিয়েছে বাঁধ্‌বে তাদের কোন্‌ বাঁধন ?

রুদ্ধ ঘরের আগল ভেঙে চল্‌ রে যেথা মুক্ত মাঠ,
উচ্ছ্বসিত হাসির রোলে পূর্ণ যেথা প্রেমের হাট,
চিত্তে যেথা শঙ্কা নাহি, কেউ কাহারও নয়কো দাস,
বুকের কথা মুখে যেথায় অসঙ্কোচে পায় প্রকাশ,
পুরুষ নারী স্বাধীন যেথা,—প্রেম যেখানে সমুজ্জ্বল,
মুক্ত হিয়ার গানে যেথায় ঝঙ্কারিত আকাশতল—
সেই খানেতে সেই খানেতে ওরে পথিক তোদের দেশ ;—
সুন্দর সেই আলোর দেশে তোদের হবে পথের শেষ।

মুক্তি-অভিযান

বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান ;
সাগরের কূলে কূলে দুলে দুলে তরুণ নিশান
ডাকিছে তোমারে সখে ; দেশে দেশে সাজে বীরদল,
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে তরুণের রণ-কোলাহল।
প্রশান্ত সাগরতটে নাচে আজি দুরন্ত ঈশান ;
শতাব্দীর অত্যাচারে ক্ষিপ্ত-প্রায় চীনের পরাণ
বল-দৃপ্ত ধনিকের দম্ভ আজি চুর্ণিবারে চায়।
ভূমধ্যসাগর তীরে মিসর-মরক্কো-সিরীয়ায়
শোন গান-দেবতার পাঞ্চজন্য গর্জ্জে ঘন ঘন ;
নিখিলের দস্যু-দল, সাবধান, নিকট শমন।

ধন-দৃপ্ত, বলদৃপ্ত অত্যাচারী সভয়ে পলায় ;
অবিচার জয়ী হবে ? ধনলোভ জিনিবে ধরায় ?
ভগবান নাহি কি রে ? নিভে গেছে রবি-তারা চাঁদ ?
প্রেম সত্য মিথ্যা সব ? বিশ্ব কি রে শয়তানের ফাঁদ ?

হে তরুণ, তোল শির ; মুক্তিরে তাড়াবে সাধ্য কার ?
বিশ্ব-প্রাণ-শতদলে দেবী ব'সে আছে নির্ব্বিকার।
ছুনিয়ার ধনদৃপ্ত বলশালী রাজেন্দ্র মণ্ডলী
লক্ষ্য করি তাঁরে সবে ছুড়িয়াছে নির্ম্মম দম্ভোলী
যুগে যুগে, দেশে দেশে ; আজও তারা হানে তরবার
মুক্তিশির লক্ষ্য করি, দেবী হাসে হাসি অবজ্ঞার।

লজ্জা কেন হে তরুণ ? যত দিন রবে ছুনিয়ায়
একটি বীরের স্মৃতি, যত দিন রহিবে ধরায়
আত্ম-ত্যাগী নির্ভীকের জয়-দীপ্ত বীরত্ব-কাহিনী
তত দিন ধরা হ'তে মুছিবে না মুক্তির বাহিনী।
যে দিন মুছিয়া যাবে বিশ্ব হ'তে ক্রুশের ছবিটি,
নিঃশেষে মিলায়ে যাবে নদীয়ার প্রেমের নদীটি,
শুখাইবে যেই দিন আরবের মরুভূমি-ফুল,
লুপ্ত হবে গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনীর বীরত্ব অতুল,
শিখেদের বলিদান, প্রতাপের বীরত্ব-মহিমা
শিবাজীর মহাবীর্য্য, লেনিনের আত্মার গরিমা,

জোয়ান-অফ্-আর্কের অসামান্য বিশ্বাস বিক্রম—
সক্রেটিস, এব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতি অনুপম—
যে দিন মুছিয়া যাবে, লুপ্ত হবে চারণের গান,
মুক্তির হোমাগ্নি-শিখা সেই দিন হইবে নির্ব্বাণ।

তার আগে, তার আগে হে তরুণ, জেনে রেখ স্থির-
তোমাদের জয়ধ্বজা উড়িবে উড়িবে উচ্চ-শির
তোমাদেরই রক্তপূত জয়দীপ্ত ক্রুশের উপরে।
তোমাদেরই বায়ুশূন্য আলোহীন কারার ভিতরে
মুক্তির প্রদীপ-শিখা গর্ব্বভরে জ্বলিবে নিশ্চিত।
তোমরা মরিয়া যাবে—তোমাদের তরুণ শোণিত
উর্ব্বর করিবে দেশ, মুক্তি-বীজ পুষ্ট হবে তাহে ;
বীরের মৃত্যুর জয় কবি তাই যুগে যুগে গাহে।

যুগ হ'তে যুগান্তরে চলিয়াছে মুক্তি-সেনা-দল,
তুচ্ছ করি অগ্নি-কুণ্ড, ভগ্ন করি কারার শৃঙ্খল,
চরণে দলিত করি নৃপতির উদ্ধত কিরীট,
মরণে সৃজন করি দেশে দেশে নব-শক্তি-পীঠ
যায় যায়—মুক্তিসেনা দলে দলে ঐ চ'লে যায়—
কাননে, প্রান্তরে, পথে, গিরি-শৃঙ্গে ঐ তারা ধায়
উপত্যকা, অধিত্যকা, মরুভূমে সিন্ধুতটে তারা
দ্বীপ-পুঞ্জে চলিয়াছে সারি সারি বাধাবন্ধহারা।

আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া-য়ুরোপ-আফ্রিকায়
মুক্তি-সেনা দলে দলে মেদিনী কাঁপায়ে চ'লে যায়।
নবীন তুরস্ক চলে, আগে যায় দুর্জ্জয় কামাল—
আব্দুল করিম চলে—শয়তান, সামাল, সামাল;
মিসরের জগলুল—সাথে যায় বীর ডি ভ্যালেরা—
সানিয়াৎ-সেন-মন্ত্রে চলে নব-দীক্ষিত চীনেরা—
সব আগে ঐ চলে গুর্জ্জরের তাপস নির্ভয়—
মৃদুতায় মেষ-শিশু—পরাক্রমে কেশরী দুর্জ্জয়;
সত্যাগ্রহ ধ্বজা করে পিছে চলে কোটি নর-নারী;
জেগেছে—ভারতবর্ষ—সাবধান ওরে স্বেচ্ছাচারি!
একা নহ বন্ধু তুমি—বিশ্ব আজি তব সহচর;
তোমার যাত্রার সাথী চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-নিকর।
সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী আজ ভাই মুক্তি-অভিযান—
নূতন প্রভাতে সখে, দ্বার খোল, গাও জয়গান।



আপনার পানে ফিরে তাকাও

তোমার পিঠে যে হানে চাবুক
তার তরে কেন ধর লাঙল ?
যার লাথি তব ভাঙিছে বুক
তারই তরে কর রক্ত জল ?

বসনে ভূষণে সাজি যে জন
মাথায় তোমার ভাঙে কাঁঠাল
তার তরে কেন বোন বসন ?
তার তরে কেন ধর কোদাল ?

খাটে না যেজন—খায় কেবল,
রক্তে তোমার খেলে সাঁতার,
তারে পুষে বল—কি হবে ফল ?
কি হবে বসন বুনিয়া তার ?

রচি শৃঙ্খল, গড়ি কৃপাণ
হস্তে যাদের তুলিয়া দাও,
তাহারাই পিষে তোমার প্রাণ
আপনার পানে ফিরে তাকাও।

আছে অবসর? আছে বিরাম?
আছে কি শয্যা? ঘরে খাবার?
আছে কি শান্তি? আছে আরাম?
আছে কি তৃপ্তি ভালবাসার?

তা যদি না থাকে কেন রে ভাই
আজীবন ফেল চোখের জল?
জুড়াবার যদি না মিলে ঠাঁই
মিছে কেন পান কর গরল?

তুমি বোন ধান—অপরে হরে;
তোমার স্বর্ণ অপরে লয়;
তুমি রচ বাস—পরিছে পরে,
তুমি গড় অসি—অপরে বয়।

গুণ্ডারে দিতে বুনো না ধান,
চোরেরে দিও না সোনার রাশ,
নিজেরে বাঁচাতে গড় কৃপাণ,
অলসের লাগি বুন না বাস।

তুমি প'ড়ে আছ পথ-ধূলায় ;
তোমারই সাজানো হর্ম্ম্যে আজ
হাসিছে অপরে,—দেখ না তায় ?
আপনার শিরে হানিছ বাজ।

নিজ-হাতে গড়া লোহার রসি
ছিঁড়িতে এখন কেন প্রয়াস ?
আপন করে যে গ'ড়েছ অসি
তাই তোরে আজি ক'রেছে দাস।

কোদাল লইয়া কাট ধরায়—
আপনার গোর আপন হাতে ;
নিজের মৃত্যু-বসন হায়,
বুনিছ মূর্খ নিজের তাঁতে। *

---

* শেলীর "Song to the men of England" হইতে।

বিজিতের গান

কে তোমারে বলে পরাজিত হে নির্ভীক! নির্জ্জিত কেশরী?
আমি জানি যুগে যুগে নব নব কবির বাঁশরী
তোমার গৌরব-গাঁথা ঝঙ্কারিবে নিত্যকাল ধরি;
আমি জানি অনাগত নরনারী লবে চিত্ত ভরি'
শক্তির অমৃত-ধারা তব দীপ্ত প্রাণ-সিন্ধু হ'তে;
যে আলো জ্বালালে তুমি নিজে দহি, সে দীপ্ত আলোতে
অগণিত যাত্রীদল মুক্তি-পথ লইবে চিনিয়া;
জয়-গর্ব্বে স্ফীত হয়ে নাচে যারা তোমারে হানিয়া
মূঢ় তারা, নাহি জানে—পদতলে আগ্নেয়-পর্ব্বত
ধূমাইছে প্রতি ক্ষণে; তাহাদের বিনাশের পথ
তলে তলে পলে পলে গড়ে কাল আপনার করে;
হাসিও না অবিশ্বাসি! এ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চোপরে
যুগে যুগে হ'য়ে গেছে ক্ষমতার বহু অভিনয়;—
উন্মুক্ত কৃপাণ করে কত রথী, সম্রাট নির্দ্দয়
আসিয়াছে, খেলিয়াছে মানুষের মুণ্ড নিয়ে খেলা;—
তার পর একে একে এল যবে অপরাহ্ণ-বেলা

চ'লে গেছে নাম-হীন বিস্মৃতির দূর-সিন্ধু-পারে ;—
তাদের স্মৃতির বোঝা পচে আজি পুঁথির মাঝারে।
অবিশ্বাসী বন্ধু মোর, বল আজি কোথায় নাদির ?
কোথা সে তৈমুর, নীরো ? কোথা গেছে দস্যু গজনীর ?
সিজার কোথায় আজি ? কোথা গেছে রুষিয়ার জার ?
কোথা গেছে বোনাপার্ট ? বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডার ?
মহাকাল-রথচক্রে চূর্ণ হয়ে গেছে বন্ধু সব।—
কাঞ্চন মুকুট কত, সুবিপুল সাম্রাজ্য বৈভব।
হে দীপ্ত বিজয়ী, তুমি মনে মনে ভাবিয়াছ হায়।—
বিজয় পতাকা তব চিরকাল উড়িবে ধরায় ;—
অজেয় অমর রবে তব রক্ত-কলঙ্কিত অসি ;
দুর্ব্বলের স্কন্ধে বুঝি নিত্যকাল রবে তুমি বসি !
বৃথা আশা ! তব পাপ তব মৃত্যু করেছে রচনা ;
তোমার দস্যুতা মূঢ় ! তোমারেই করেছে বঞ্চনা ;
যে শিকল পরায়েছ তব ক্রীত-দাস গলদেশে
তাহারই অপর প্রান্ত তোমারেই ফাঁসী দেবে শেষে।
এ কথা ভুলিছ কেন ?—তব সম মহাবলী কত
এসেছে, হেসেছে, পুনঃ কাল-চক্রে হইয়াছে হত।
মহাকাল চক্র ঘুরে—তারই সাথে ঘুরি তুমি আমি,—
আজি সে কাঙ্গাল দীন—কাল ছিল যে ভুবনস্বামী।
ক্রুশ-কাষ্ঠে বিঁধে বিঁধে যারে আজ মারে অত্যাচারী—
অর্দ্ধেক ধরণী কাল লুটাইছে পদতলে তারই।
আজি যে দুর্দ্দান্ত রাজা, প্রজাপুঞ্জ শঙ্কিত অস্থির—
বিপ্লবীর খড়্গামুখে কাল তার বিলুণ্ঠিত শির।

এ নহে কবির স্বপ্ন—মহাকাল এই সত্য বহে ;
এই সত্য দেশে দেশে ইতিহাস শতকণ্ঠে কহে ।

হে বিজিত ! নাহি ভয় ; আমি গাহি তব জয়-গান !
দুঃখের শর্ব্বরী তব ঐ ধীরে লভিছে নির্ব্বাণ ।
ঐ আসে নব ঊষা রক্ত-রাগে রাঙিয়া আকাশ,
ঐ শোন প্রভাতের ফুল-গন্ধে মদির বাতাস
দিকে দিকে ছুটে ছুটে জয়-বার্ত্তা করিছে ঘোষণা ;
হে বন্দী ! মস্তক তোল, বিশ্ব তোমা করিছে বন্দনা ।
করেছ তপস্যা বহু দুর্য্যোগের প্রলয়-তিমিরে,
শত্রুরা ক'রেছে ঘৃণা, বন্ধুগণ চাহে নাই ফিরে,
পাগল বলিয়া লোকে অঙ্গে তব ছুড়িয়াছে ধূলি,—
আসিয়াছে অবিশ্বাস, দু'টী নেত্র ঊর্দ্ধপানে তুলি'
ডাকিয়াছ বিধাতারে সন্দেহের রাত্রে বারে বারে—
"হে পিত ! হে পিত ! আজি কেন তুমি ছেড়েছ আমারে ?"
পরায়ে দিয়েছে শিরে বৈরীদল কণ্টক মুকুট,
চেয়েছ তৃষ্ণার বারি, পাইয়াছ তীব্র কালকূট ।
জীবন-সায়াহ্নে তুমি খুঁজিয়াছ প্রিয় শিষ্যগণে,
আসে নাই পাশে কেহ ! মৃত্যু-ভয়ে সবে প্রাণপণে
বারে বারে হায় বীর ! করেছে তোমারে অস্বীকার ;
মৃত্যুদ্বারে সেই দৃশ্য হেরিয়াছ স্বচক্ষে তোমার ।
বেদনায় ঘর্ম্ম তব রক্ত হ'য়ে ঝ'রেছে ভূতলে,
তবু বীর ! নত-শির হও নাই মিথ্যা-পদতলে ।

হে বিজিত! আজি তব পরিপূর্ণ জীবন-সাধনা,
তপস্যার রাত্রি শেষ। শত্রু যত ক'রেছে লাঞ্ছনা
জয়-মাল্য হ'য়ে তারা ফিরিয়াছে ললাটে তোমার।
অগণিত যাত্রীদল ঘেরি তোমা করে নমস্কার।

* * *

রাত্রির পথিক দল আজও যারা রহিয়াছে পিছে,
ভয় নাই, কাঁদিও না, স্বর্ণ-উষা সম্মুখে আসিছে।
বিশ্বাস আঁকড়ি থাক, কোন শঙ্কা করিও না মনে,
শত্রুরা করুক ঘৃণা, ছাড়ুক না আত্মীয় স্বজনে,
তুমি চল একা একা। শেষ হ'য়ে আসে বিভাবরী,
প্রভাত-তোরণ-দ্বারে বাজে ঐ মঙ্গল-বাঁশরী।

* * *

পরাজিত! সর্ব্বহারা! আমি তব গাহি জয়গান।
সকলের নীচে যারা নতশিরে বহ অসম্মান,
মুখ-পানে যাহাদের চেয়ে সবে ফিরায় বদন,
লাঞ্ছনা-বিষাক্ত শরে যাহাদের জর্জ্জরিত মন,
আত্মার মর্য্যাদা যারা ভুলিয়াছে ঘৃণা সহি সহি,
দুনিয়ার পথে পথে শীর্ণ হাতে ভিক্ষাপাত্র বহি
ফিরিতেছে যারা নিত্য কলঙ্কের শত দাগে দাগী,
অসহ্য ক্ষুধায় যারা স্ব-ইচ্ছায় লহ কারা মাগি,
মম কণ্ঠে তোমাদের জয়ধ্বনি উঠুক অম্বরে,
তোমরা পতিত নহ। তোমাদেরও অন্তরে অন্তরে
জ্বলিতেছে দেবত্বের সুপবিত্র হোমাগ্নির শিখা।
বাহিরের ও কলঙ্ক, ও পশুত্ব, মিথ্যা-মরীচিকা

অস্তিত্ব-বিহীন ছায়া। বল সখে! বল একবার—
"আমি জ্যোতির্ম্ময় আত্মা, নারায়ণ অন্তরে আমার।"
বহুকাল সহিয়াছ দানবের তীব্র কষাঘাত,
এবার এসেছে দ্বারে মানবের মুক্তির প্রভাত।
বিধাতার কাল-চক্র হের ঐ ঘুরিছে নীরবে।
তোমাদের রক্ত শুষি মেতেছিল যাহারা উৎসবে,
তাদের মস্তকে নামে ঐ হের রুদ্রের অশনি,
পিশাচের আর্ত্তনাদে মুহুর্মূহু শিহরে ধরণী।
জাগ বন্ধু! মেল চোখ! মুক্তিউষা হাসে বাতায়নে:
আলোকে চঞ্চল ঐ গগনের সুনীল নয়নে
মুক্তির আনন্দ আজি শুভ্রহাস্যে উঠিয়াছে ফুটি,
অমৃত-নির্ঝর-ধারা শত-ধারে পড়ে বিশ্বে লুটি

মানস-নয়নে আজি একি দৃশ্য হেরি চারিধারে।
এত দিন বন্দী হ'য়ে ছিল যারা দৈত্য কারাগারে,
পতিত বলিয়া যারা লভিয়াছে কেবলই লাঞ্ছনা,
যাহাদের চোখে মুখে লেখা শুধু দাসত্ব-বেদনা,
রক্ত-শোষী পশ্চিমের সংখ্যাহীন বণিকের দল
লক্ষহাতে যাহাদের কাড়িয়াছে ঐশ্বর্য্য সম্বল,
আজি হেরি তাহাদের প্রভাতের সোণার আলোকে
দলে দলে গান গেয়ে ধায় যেন কোন ঊর্দ্ধ-লোকে!
সবার আননে হেরি আনন্দের কি অপূর্ব্ব জ্যোতি।
লক্ষ রবি শশি তারা যাত্রীগণে করিছে আরতি।

দাস আর নহে দাস। মানুষ সে স্বাধীন সুন্দর,
পতিতের কণ্ঠে শুনি দেবতার মেঘমন্দ্র স্বর,
ভেঙে গেছে কারাগার, থেমে গেছে শৃঙ্খলের ধ্বনি,
ঘুচে গেছে গোলামের কাণাকাণি সন্ত্রস্ত চাহনী ;
বাধা-মুক্ত নরনারী ঐ সবে দীপ্ত-নেত্রে হাসে,
মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! রোল শুনি আজি প্রাচীর বাতাসে ;
বন্দী-শালে ছিল যারা হীনবীর্য্য, নিদ্রিত, নিশ্চল,
নবীন প্রভাতে তারা উল্লসিত জাগ্রত চঞ্চল।

* * *

আফ্রিকার কাফ্রী সেও চলিয়াছে ঐ উচ্চশিরে,
চীনের জাগ্রত-সিংহ হুঙ্কারিছে পূর্ব্বসিন্ধুতীরে,
তুরস্ক, তাতার চলে, চলে নিগ্রো, মূর, আফগান,
ভারত, কোরিয়া চলে, চলে শ্যাম, নবীন জাপান,
আরব, পারস্য চলে সারি সারি প্রচণ্ড দুর্জ্জয়।
স্বাধীন সুন্দর সব—কারও চিত্তে নাহি কোনও ভয়!
আটল্যাণ্টিক তীর হ'তে সুদূর সে প্রশান্ত সাগর
সর্ব্ব ঠাঁই শুনি মুক্ত-মানবের কলকণ্ঠস্বর।
প্রাচীর এ জাগরণ লক্ষ মুখে গাহ আজি কবি!
চিত্রকর! আঁক চিত্রে স্বরগের এ পবিত্র ছবি।
ইহারে বলিবে স্বপ্ন? যাহা ইচ্ছা বল অবিশ্বাসি।
আজিকার স্বপ্ন কাল সত্য রূপে উঠিবে প্রকাশি।
তোমার বুদ্ধির চেয়ে শক্তিমান বিশ্বের নিয়ম
তোমার বলের চেয়ে বলীয়ান সত্যের বিক্রম।

বুড়ী বালামের তীরে

'বুড়ীবালামের' তীরে
বুকের শোণিতে যেদিন তোমরা রাঙালে ধরিত্রীরে,
সম্মুখ-রণে যুঝি প্রাণপণে ঘুমালে বীরের দল—
মৃত্যু সেদিন জ্বালালো শ্মশানে মুক্তির হোমানল।
নিজেরে সেদিন নিঃশেষ ক'রে বিলায়ে গেলে যে আলো
সেই আলোকের রক্তশিখায় মিলায় রাতের কালো—
সেদিনের সেই মৃত্যুর দান সকল দৈন্য হরি'
নব জীবনের গরিমায় মরু তুলিছে শ্যামল করি।

আজি তোমাদের স্মরি
নবীন-আশার কণক-কিরণে উঠিছে চিত্ত ভরি।
সারা-তনু-মন ঝঙ্কার দিয়া গাহিতেছে অনুখণ—
'বাঘা' যতীন্দ্র—ছিল সে বাঙালী,—ছিল 'মনোরঞ্জন,'
'চিত্ত,' 'নীরেন'—বাঙালীর ছেলে। এই আকাশেরই তলে
প্রাণ তাহাদের উঠিল বিকশি হাসি ও অশ্রুজলে।

কে বলে এ দেশে মানুষ কেবল কল্প-কুঞ্জ-বাসী?
'মোহন-লালের' অসির সঙ্গে 'চণ্ডীদাসের' বাঁশী
মিশেছে এ দেশে,—খোলের সঙ্গে বাজে শাক্তের ঢাক,—
কোকিল-ডাকের সঙ্গে হেথায় গর্জ্জে বাঘের ডাক,—
'কপোতাক্ষী'র সঙ্গে ছুটেছে ভীষণ 'পদ্মা' নাচি—
ভোমরার সাথে বাঁধিয়াছে বাসা পাহাড়িয়া মৌমাছি,
বেণু-রাগিনীর সঙ্গে নাগিনী ফণা নাচাইয়া খেলে,—
শ্যামলা ধরার বুক চিরে' নীল পাহাড় উঠেছে ঠেলে,—
কোমলে কঠিনে মেশানো এ মাটি,—তরুণেরা এই দেশে
বটের ছায়ায় বাঁশরী বাজায়,—ফাঁসি কাঠে মরে হেসে।

বিজয়ী বীরের দল

মরিয়া তোমরা শিখাইয়া গেলে বাঁচিবার কৌশল।
দেখালে—দেশের মুক্তির পথ মৃত্যুর বুক দিয়া;—
এর চেয়ে কোন সোজা পথ নাই,—লাটের সভায় গিয়া
গরম গরম কথায় মূর্খ জনতা ভোলানো যায়—
মুক্তি—সে বড় নির্ম্মম প্রাণ,—সব কিছু সে যে চায়!
অযুত বীরের রক্তে তাহার রঙীণ চরণতল,—
পদযুগ ঘিরি অশ্রু-সাগর করিতেছে টলমল।
তার দেখা মেলে ফাঁসীর মঞ্চে, নীরন্ধ্র কারাগারে,—
আপন বলিতে কিছুই যখন থাকেনা তখন দ্বারে
নীরব-চরণে সে আজি দাঁড়ায়; মৃত্যুর সম্মুখে
কোথা হতে এসে চুপে চুপে হেসে চুম্বন দেয় মুখে।

সে চায় প্রাণের সকল দরদ, সবটুকু ভালবাসা,—
তারে যে চেয়েছে প্রাণ মন দিয়ে ভেঙেছে তাহার বাসা।
ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া হয়েছে সে পথচারী,—
কূলে কালি দিয়ে অকূল সাগরে দিয়েছে সে জন পাড়ি।

জ্বালালে যে হোমানল—
শত শিখা মেলি পরশিবে তাহা মহা-অম্বর-তল।
কুটিরে কুটিরে ছড়াবে আগুন;—সাঁজের আকাশ তলে
তোমাদের কথা জননী শিশুরে কহিবে অশ্রুজলে।
পিতা শুনাইবে পুত্রেরে তার,—ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে—
কেমন করিয়া মরিলে তোমরা 'বুড়ীবালামে'র তীরে।
সেই মরণের অমর কাহিনী ছন্দে রচিবে কবি,—
শিল্পী ফুটাবে চিত্রে বীরের শেষ বিদায়ের ছবি,
চারণ গাহিবে পথে পথে সেই মৃত্যুর জয়গান,—
সে গান শুনিয়া বক্ষে বক্ষে জাগিবে তরুণ প্রাণ।
'প্রতাপ' 'মোহন' 'সীতারাম' আর 'মীরমদনে'র পাশে
রক্ত-আখরে তোদের কথা লেখা রবে ইতিহাসে।

বিপ্লবীর প্রতি

গলায় জড়ায়ে ফাঁসীর রশিটী, অধরে করুণ-হাসি,
তরুণ পথিক ! ব'লে যাও মোরে কারে এত ভালবাসি'
এমন করিয়া বিবাগী হইয়া ফাঁসীরে বরিয়া নিলে,
যৌবন-তরী মরণ-সাগরে হেলায় ভাসায়ে দিলে !
তরুণ বয়স, রূপ-রস-ভরা এই ধরণীর গেহ,
ধন জন মান, পরিচিত কত আপন-জনার স্নেহ,
তোমারে বাঁধিতে পারিল না কেহ, বীর সন্ন্যাসী, তুমি
গাহিতে গাহিতে চ'লে গেলে "মোর জননী জন্মভূমী।
স্বরগের চেয়ে গরীয়সী তুমি, পরাণ-শীতল-করা,
সকল সুখের বড় সুখ মাগো। তোমার লাগিয়া মরা।"
ফাঁসীর মঞ্চে আজিকে তোমারে হেরি অপরূপ বেশে ;
বীর-বিদ্রোহী-সৈনিকরূপে বারে বারে তুমি হেসে
অত্যাচারীর খড়্গের তলে পাতিয়া দিয়াছ শির ;
আপন বুকের রুধিরে মুছালে কলঙ্ক জননীর।

*   *   *

কেহ বা তোমারে কহিছে রক্ত-পিপাসু, কঠিন-প্রাণ,
কেহ কহে তোমা, উন্মাদ নাহি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান;
গম্ভীর-স্বরে কহে কেহ—ছিল ছোঁড়া নির্ভীক বটে,
কিন্তু হবে কি? গোঁয়ার ছোঁড়ার বুদ্ধি ছিল না ঘটে।
জানি না যে কাজ ক'রে গেলে তুমি সত্য মিথ্যা তার
মানুষের গড়া মাপকাঠি দিয়ে তল পাওয়া তার ভার।
আজিকে যাহারা আপনার-গড়া আইন-নিগড়ে বাঁধি'
কহিছে তোমারে খুনী, বিপ্লবী, নর-পশু, অপরাধী;
তাদের হস্তে ন্যায়ের দণ্ড! ভগবান তুমি নাই?
পাপী করিতেছে পাপীর বিচার, তুমি দেখিতেছ তাই!
এমনি যাদের ন্যায়ের বিচার তারা হ'ল বিচারক!
ভাবি মনে মনে এ ধরার কিরে নাহি কেহ রক্ষক!
অসীম শূন্যে আঁধারে ছুটিছে বিশ্ব তুরঙ্গম—
চালক তাহার বুঝি শয়তান নিষ্ঠুর নির্ম্মম!
তোমার কার্য্য ঠিক কি বেঠিক, সে বিচার হবে পরে,
কিন্তু যাহারা খুনী হ'য়ে আজি খুনের বিচার করে,
মিথ্যার ক্রীত-দাস হ'য়ে যারা সত্যের গায় জয়,
দস্যু হইয়া ধার্ম্মিক বলি দেয় যারা পরিচয়,
তাদের ধর্ম্মমুখোস খুলিয়া দেখাও বন্ধু সবে,
দেখাও, দানব দেবতার বেশে ফিরিছে কেমনে ভবে।

*   *   *

শান্তি-বাদীরা ঘৃণা কর তারে? খুন তার অপরাধ?
এত ঘৃণা ছিল হত্যার প্রতি! থাক্, শুভ-সংবাদ!

তবে কিনা যবে আইনের নামে বর্ব্বর-সর্দ্দার
তোমার দেশের শত শত নরে পাঠাল যমের দ্বার ;
মার বুক হ'তে ছিনাইয়ে ল'য়ে নিরীহ দেশের ছেলে
পাঠায় সুদূর বনে জঙ্গলে, কয়েদীর বেশে জেলে,
তখন তোমরা চুপ ক'রে থাক, ঘৃণা সে পলায় দূরে ;
মনে ভয়, পাছে সত্য কহিলে ঘানি গাছে দেয় জুড়ে !
পরম-ভক্ত সাজিয়া তখন তোমরা তরুণে কহ,
দোষীর দণ্ড দিবে ভগবান—তোমরা নীরবে রহ।

* * *

ভণ্ড-প্রেমিক ! চুপ করে থাক, গেয়োনা ক্ষমার গান ;
ক্ষমার মূল্য তোমরা বুঝিবে ? ভীরু যারা, অপমান
সহ পলে পলে মেষের মতন, আসিলে অত্যাচারী
মাতাভগিনীরে ফেলিয়া কুটীরে দৌড়াও তাড়াতাড়ি,
পুলিশের টিকি দেখিলে যাদের ভয়ে হয় বাক্‌রোধ—
হায়রে কপাল ! তারাই কহিছে, কোরোনা কারেও ক্রোধ।
পৈতৃক-প্রাণ বাঁচান যাহার সকলের বড় কাজ,
প্রেমের মহিমা উচ্চকণ্ঠে গায় সে ভণ্ড আজ।

... ...

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ায়ে যে ঐ ছিল সে গো অকপট,
যাই ক'রে থাক—করেছে সে জন গড়িতে শক্তিমঠ,
কপট প্রেমের আবরণে সে ত ভীরুতারে ঢাকে নাই,
সত্য বলিয়া জানিয়াছে যাহা, কাজেও ক'রেছে তাই।
ভুল করিয়াছ ? পথে চলে যারা তাহারাই করে ভ্রম।
নির্ভুল শুধু জড়ের পিণ্ড, ভীরু যারা অক্ষম।

গতি-শীলা নদী পথ ভুলে গিয়ে সাহারার বুকে মরে—
বাঁশ-বনে-ঢাকা পান-ভরা ডোবা বেঁচে রয় চিরতরে।
অসুর তোমরা বলিবে তাহারে? দাও যত পার গালি;
শুধু অনুরোধ—তোমরা তাহারে ক্লীব বলিও না খালি
তোমাদের যত ক্লীব সাধুতারে চরণের তলে দলি
মুক্তি-পাগল কাঁদিয়া গিয়াছে মুক্তি মুক্তি বলি।
পাপ-পুণ্যের ওজন মাপিয়া নিক্তি লইয়া হাতে
চলেনি সেজন; বার বার ফিরে চাহেনিকো পশ্চাতে।
তোমাদের মত বুদ্ধি তাহার থাকেনি সত্য বটে!
ভরা-যৌবনে নহিলে কি ছোটে মরণ-সাগর-তটে!
উন্মাদ ছেলে বেসেছিল ভাল বন্দিনী জননীরে,
তাই সে গলায় ফাঁসীর রসিটি তুলিয়া লইল ধীরে।
সত্য মিথ্যা ক্ষণেকের তরে ভোলরে বুদ্ধিমান!
বাহিরের কাজে খুঁজোনা সত্য—প্রাণ দেখে ভগবান!

বিদ্রোহী-বীর

ওরে অভিমানী ছেলে!
একবার,—শুধু একবার আজি চেয়ে দেখ আঁখি মেলে!
বন্দীর বেশে একদা যে পথে চলে গিয়েছিলে একা—
অচেনা, অজানা যুবক—সেদিন দেয় নাই কেহ দেখা!
শুধু গিয়েছিলে একা একা চ'লে, সাথে ছিল নাকো কেউ!
হৃদয়ে হৃদয়ে ওঠেনি সে দিন আজিকার মত ঢেউ।
কেহ গাহে নাই বন্দনা গান,—কেহ দেয় নাই মালা,—
নীরবে সে দিন গিয়েছিলে চ'লে নিয়ে বন্ধন জ্বালা!
আজ রাজা হ'য়ে ফিরিছ সে পথে; লাখো-নরনারী এসে
চরণের তলে ঠেকাইছে মাথা, নয়নের জলে ভেসে।
বাতায়ন-পথে পুরনারী সবে করে লাজ বর্ষণ,
দ্বারে দ্বার শোভে বন্দন-মালা,—উড়িছে জয়-কেতন
ভবনে ভবনে, গগনে গগনে উঠে তব জয় গান,—
অগুরু গন্ধে সুরভি পবনে মেশে বাঁশরীর তান।
ফুলে ফুলে তব ছেয়ে গেছে তনু, ফুলে ছেয়ে গেছে বাট,
পুষ্পিত পথে চলিয়াছ যেন পৃথিবীর সম্রাট।

চির-বিদ্রোহী বীর!
আজ তুমি নহ বঙ্গের শুধু—আজ তুমি পৃথিবীর।
মহামানবের আহত, ব্যথিত, পীড়িত আত্মা তুমি,
যুগে যুগে তব হৃদয়-রক্তে রাঙিল বধ্য-ভূমি।

যুগে যুগে তুমি পুড়েছ অনলে, ঝুলিয়াছ ফাঁসিকাঠে,
ব্যথার মানব! আজও তুমি কাঁদ হাটে মাঠে ঘাটে বাটে!
কণ্ঠে তোমার শৃঙ্খল বাঁধা, কাঁটার মুকুট মাথে,
নতমুখে তুমি কাঁদিছ নীরবে—বিষের পাত্র হাতে।
সঙ্গীনে তব বিঁধিয়াছে বুক, পিঠে চাবুকের দাগ,
শত দিক হ'তে বেঁধেছে তোমারে শত আইনের নাগ।
কাঁদিতেছ তুমি ক্ষুধার জ্বালায়,—অঙ্গে বস্ত্র নাই,—
বিপুল বিশ্বে মাথা গুঁজিবার নাই তব আজি ঠাঁই।
সকল কালের, সকল দেশের বেদনা তোমার মাঝে
মূরতি ধরিয়া দেখা দিল আজ নীল-কণ্ঠের সাজে।

নমো, নমো, নমো নমঃ
ওগো বিদ্রোহী মানব আত্মা দুর্ব্বার দুর্দ্দম।
মাটির আড়ালে মৃত্যু-বিহীন জ্বলিছে যে প্রাণখানি
আপনি মরিয়া জানাইয়া গেলে তারই ভাস্বর বাণী।
ইচ্ছা মৃত্যু—পুঁথির পাতায় প'ড়েছি কাহিনী তার—
দেখিনি জীবনে ;—তুমি দেখাইলে, এই দেহ-কারাগার
কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া মানুষ চলে মুক্তির পানে—
তুমি ব'লে গেলে, মানুষের সীমা নাহি, নাহি কোনখানে।
তুমি বিদ্রোহী, তুমি নির্ভীক, তুমি মৃত্যুঞ্জয়—
তুমি জ্বলন্ত আগুনের শিখা অম্লান অক্ষয়।

কবির প্রতি

কবি আজি কোথা তুমি ?   কোথা তব সে ভৈরব সুর
যে সুরে বাঁধিলে তুমি বীণা তব ভীষণ মধুর ?
কোথা তব কম্বুকণ্ঠে সেই মত্ত সিন্ধুর ঝঙ্কার ?
কোথায় লুকালে কবি, সেই দৃপ্ত কেশরী-হুঙ্কার ?
কোথা রেখে এলে কবি, সেই তব ঝঞ্ঝার নর্ত্তন ?
উন্মত্ত, অশান্ত, ক্ষুব্ধ কোথায় সে দুরন্ত গর্জ্জন
বন্ধন-যাতনা-ক্লিষ্ট শান্তি-হীন মুক্তি-পিপাসুর ?
কোথায়, কোথায় কবি, সেই তব রণ-ভেরী-সুর
তরুণের মর্ম্মে যাহা জ্বেলে দিল প্রচণ্ড সাহারা ?
লক্ষ লক্ষ যুবকেরে ক'রে দিল মত্ত, গৃহ-হারা ?
মনে পড়ে সেই দিন—যেই দিন তুলি জয়-ভেরী
তরুণ জাতিরে তুমি ডাক দিলে, আর নয় দেরী—
জাগো, জাগো, বন্ধু, জাগো—কত কাল ঘুম-ঘোরে রবে ?
হৃদয় উপাড়ি আজি মাতৃপদে অর্ঘ্য দিতে হবে।
বিংশবর্ষ পূর্ব্বে সেই দুর্য্যোগের তামসী-নিশায়
মুক্তির সমর-গীতি শুনাইলে তুমি বাঙলায়।

আজি কবি, ফিরে এস সেই রুদ্র-রণ-তূর্য্য করে ;
নিয়ে এস সেই ঝড়, সেই ঝঞ্ঝা, বক্ষের ভিতরে।
ছেড়ে এস মেঘ-লোক, এস কবি কল্পকুঞ্জ ছাড়ি ;
তোমার স্বদেশে আজি লুণ্ঠ্যমান লক্ষ নরনারী
কাঁদিছে ধূলির পরে,—হস্তপদ আবদ্ধ শৃঙ্খলে ;
নির্ম্মম মনিব্-দল পৃষ্ঠে বুট হানিছে সবলে।
লেগেছে আগুন আজি ভারতের কুটিরে, কুটিরে ;
মনুষ্যত্ব দগ্ধ আজি ; সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র তীরে,
গোদাবরী-মহানদী-তাপ্তি-কৃষ্ণা-নর্মদার ধারে
লজ্জানত নরনারী কাঁদে আজি শৃঙ্খলের ভারে।
তোমার বীণার তারে আজি কবি, উঠুক রণিয়া
তাদের ক্রন্দন-গীতি ; রুদ্র-তালে উঠুক ধ্বনিয়া
তোমার বীণায় কবি মহেশের ডমরু-নিনাদ ;
মূঢ় মূক প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া দাও সিংহনাদ।
মলয়ের ঝিরিঝিরি শান্ত-স্নিগ্ধ-নিদাঘ-সন্ধ্যায়
ভাল আর নাহি লাগে, বসন্তের রক্তিম-উষায়
কোকিলের কলকণ্ঠ, ভ্রমরের মধুর-গুঞ্জন,
ফুলের-সৌরভে ভরা স্নিগ্ধ-শ্যাম-ফুল্ল-উপবন
আজি নহে, আজি নহে মৃদুকণ্ঠে মিলনের গীত ;
আজি চাহি কণ্ঠে তব শুনিবারে ভৈরব সঙ্গীত ;
আজি চাহি শুনিবারে সেই রুদ্র শঙ্খের আহ্বান—
কুরুক্ষেত্রে পার্থ-বুকে জাগাল যা উত্তাল-তুফান।
হে কবি, শুনাও আজি দৃপ্তকণ্ঠে বিচ্ছেদের ডাক,
সংগ্রামের নিমন্ত্রণ, তরুণের প্রাণকাড়া হাঁক।

যদি তাহা নাহি পার, কণ্ঠ যদি হ'য়ে থাকে ক্ষীণ,
রক্তে যদি নাহি নাচে অগ্নিস্রোত দুরন্ত নবীন,
চিত্তে যদি নাহি জ্বলে তরুণের হৃদয়ের জ্বালা,
তবে কবি, চুপ কর ; গাঁথিও না মিলনের মালা
তোমার গানের ছন্দে , ডাকিও না বিশ্বেরে হেথায় ;
গোলামীর বিষ-বাষ্পে পরিপূর্ণ ভীষণ কারায়
মিলনের যজ্ঞ-বেদী ? নিমন্ত্রণ শ্মশানের বুকে ?
দাম্ভিক পাশ্চাত্য জাতি হের ঐ হাসে সকৌতুকে
দাসের আস্পর্দ্ধা হেরি ; নিজ ঘরে বন্দী যারা হায় !
মরি, মরি,—ঘরে তারা আহ্বান ক'রেছে দুনিয়ায় !
স্বদেশে ভিক্ষুক যারা, পথের কুক্কুর সম মরে—
তারা ডাকিয়াছে ওরে, নিখিলেরে ঘরের ভিতরে !
অপমান ! অপমান ! আজি যদি বিশ্ব আসে ঘরে—
কি দিব আমরা তারে ? কি রেখেছি তাহাদের তরে ?
ম্যালেরিয়া ? ওলাউঠা ? দুর্ভিক্ষের রিক্ত-হাহাকার ?
দাসের শৃঙ্খল-ধ্বনি ? আর্ত্তনাদ গোলাম খানার ?
রক্ষা কর ওগো কবি ! যেই দিন ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খল
দুনিয়ার রাজপথে বাহিরিব স্বাধীন সবল,
যেই দিন ত্রিশকোটি মানবের কলঙ্ক-কালিমা
লুপ্ত করি দিবে দেখা মুক্তি-ঊষা-নব-অরুণিমা,
সেই দিন, ওগো কবি, গেও তুমি মিলনের গান—
তার আগে—প্রেম নহে, বিচ্ছেদের দুর্জ্জয় আহ্বান।

———

অপরাধী

সৈনিক আমি—সত্য চাহিনু, রাজার হুকুমে তাই
বধ্যমঞ্চে দাঁড়ায়েছি আজি ; মরণের আগে ভাই,
রেখে গেনু এই মরমের ব্যথা সিক্ত আঁখির জলে ;
বুকের জমাট রক্তের মালা হে ধরণী, তব গলে
দোলাইনু আজি জীবনের সাঁঝে ; আমার বেদনা কবি,
আঁকিও তোমার করুণ তুলিতে ; দেখায়ো নরের ছবি
অত্যাচারীর সঙ্গীনাহত ক্রুশের উপরে ঝুলে,
পায়ের তলায় অভাগিনী মাতা কাঁদে এলোথেলো চুলে।
রাজার আইন—প্রেম সেথা নাই—নাহি সেথা ভগবান ;
তরবারি সেথা দিবানিশি করে মানব রুধিরে স্নান।

বুড়া পিতা মাতা—আমিই তাদের ছিনু অন্ধের আঁখি ;
সৈনিক দলে যোগ দিতে হ'ল,—রাজার হুকুম নাকি।

পল্লীর বুক ছেড়ে যেতে হ'ল—গ্রামের প্রান্তে আসি
লইনু বিদায় আখি-জলে ভাসি ; ছিল যারা প্রতিবাসী
রহিল দাঁড়ায়ে অনিমেষ চোখে। স্নেহের জননী মোর
কম্পিত দেহে রহিল চাহিয়া, তপ্ত-অশ্রু-লোর
ঝরিল পিতার শীর্ণ গণ্ডে,—ক্রমে মিলাইল সব ,
দূর হ'তে শুধু বায়ুভরে আসে মা'র ক্রন্দন রব।
পিছনে কাঁদিছে কত দিবসের কত স্মৃতিমাখা গেহ,
সুমুখে অজানা অকূল জগৎ—আপনার নাই কেহ !

অচেনা বিদেশে ধূ ধূ করে বালি, নাহি শ্যাম-তৃণ-তরু ;
একদিকে কাঁদে ক্ষুব্ধ সাগর—আর একদিকে মরু।
সাগরের তীরে শিবির মোদের—হাহাকার করে বায়ু ;—
দিগ্বলয়ের প্রান্তে ফুরায় ক্লান্ত রবির আয়ু ;
আঁধার করিয়া আসে চারিধার—সৈনিক কাঁদি একা !
কোথায় আমার শ্যামল পল্লী ! যায় না তাহারে দেখা ?
বুড়া পিতামাতা কোথায় আমার ? কে তাদের সেবা করে ?
একদিন রাঁধে—তিন দিন খায়, প্রদীপ জ্বলেনা ঘরে।
সৈনিক মোরা—মানুষ ত' নই। বৃথা নয়নের জল ;
আমরা যে শুধু সচল যন্ত্র, লোক মারিবার কল।

হঠাৎ বাধিল বিপুল সমর—বিপ্লব এল দেশে ;
ছিল নির্জ্জীব পরাধীন যারা—সাজিল বীরের বেশে,
কহিল 'এ দেশ আমাদের ভাই, আমাদের এই ঘর ;
জনম হেথায়, লালিত হেথায়, মরিলে হেথা কবর।

তিল পরিমাণ জমি যতদিন রহিবে শত্রুকরে—
ততদিন ভাই সঙ্গিনী অসি,—শয্যা তৃণের পরে।'
আমাদের রাজা হুকুম করিল—'বিদ্রোহীদের মাথে
হান জোর অসি, গৃহ তাহাদের লুটাও ধূলির সাথে।
আমাদের শিরে বিধাতার দেওয়া সভ্য করার বোঝা—
এ কথা যাহারা বোঝেনা—তাদের তরোয়ালে কর সোজা।'

অস্ত্রে সস্ত্রে বাজিল বাজনা,—কৃপাণ মুক্ত-কোষ ;—
ছুটিল ভীষণ অগ্নি-প্রবাহ,—বিষম যে রাজরোষ !
আমরা রাজার শিকারী কুকুর—হুকুম মাত্র ছুটি ,
শিকার পাইলে প্রভুর কথায় কামড়িয়া ধরি টুঁটি।
সারা দুনিয়ার প্রভু আমাদের সাধের মৃগয়া করে ;—
দুর্ব্বল কোন শিকার পাইলে আমাদের ডাক পড়ে ;
আমাদের ভাগে—যুদ্ধে মৃত্যু ;—বাঁচিলে—শুক্‌নো হাড় ;—
প্রভুর ভাগ্যে বিশাল রাজ্য, মণিমাণিক্য ভার।
একথা আমরা সজোরে বলিলে পাঁজরে চাবুক মারে ;
বলে—এ পাগল বিদ্রোহীটারে ল'য়ে যাও কারাগারে।

সে দিন ডুবিছে সন্ধ্যার রবি ম্লান-প্রান্তর-শেষে—
শত্রু-পুরীতে নিশান উড়ায়ে ঢুকিনু বিজয়ী বেশে :
পরিখার পারে তরুণ যুবক হেরিনু রক্তমাখা—
বিদ্রোহীদের রক্ত-পতাকা বর্ম্মে তাহার আঁকা।
হাতছানি দিয়ে ডাকিল আমারে—গেনু আমি যেন চোর,—
অতি ক্ষীণস্বরে কহিল সে মোরে—'বৃদ্ধা জননী মোর
র'য়েছে একেলা অদূর কুটীরে,—কহিও তাহারে তুমি—
ঘুমায় তাহার বীর সন্তান শত্রুর গুলি চুমি'।

আঁধারে হঠাৎ আঁখির সাম্‌নে জাগিল মায়ের চোখ—
অশ্রু-প্লাবিত জননীর মুখে উথলে পুত্রশোক।
মা যে সব দেশে একই জননী, মূর্ত্তি সে করুণার!
শত্রুর বুকে খোঁচা দিলে লাগে বুকে আপনার মার।
আমার জননী শুনে যদি আজি—পুত্রের দেহখানি—
যে দেহ আপন বুকের শোনিতে গ'ড়েছে নিজেরে হানি—
লুটায় তা আজি শত্রুগুলিতে কোন বিদেশের মাঠে—
মরিবার কালে নাহি কেহ কাছে—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে!
শিহরি উঠিল সারা দেহ-প্রাণ মার মুখখানি স্মরি—
নিখিল-মায়ের বেদনায় মম বক্ষ উঠিল ভরি।

যামিনী আসিল নীরব চরণে, আঁধারে ভরিল দিশি,
মনে হ'ল মোর—নিখিলের দুখে কালো হ'য়ে গেছে নিশি।
নিদ্ নাহি চোখে, হেরিনু সহসা—আমার মুখের কাছে
অশ্রু-সজল হাজার করুণ নয়ন চাহিয়া আছে।
যে দিকে তাকাই সেই দিকে জল-ভরা ছলছল আঁখি—
নীরব ভাষায় কহিল আমারে—'আমাদের চেন না কি?
দস্যুর মত তোমরা যাদের মেরেছ, কেড়েছ দেশ
আমরা তাদের কন্যা জননী; আমাদেরও কর শেষ।'
সভয়ে ঢাকিনু দুহাতে আনন, ডাকিনু—"হে ভগবান,
মৃত্যু-দূতেরে পাঠাইয়া তব লুকাও এ অপমান।'
সকল ধরণী চীৎকার করি কহিল কানের কাছে,—
'প্রাণ নিতে পার—ফিরায়ে দিবার শক্তি কি তব আছে?'

আকাশের তারা ডাকিল আমায়—ছাড় ঘাতকের কাজ—
বাতাস মায়ের আহ্বান বহি আনিল মর্ম্মমাঝ।
ঘৃণায় শিহরি উঠিল জীবন—তবু সেনাদল ছেড়ে
চ'লে যেতে নারি—ছাড়িলে আইন তাজা প্রাণ নেবে কেড়ে।
দেবতা আমার জয়ী হ'ল শেষে ;—পণ করিলাম আর
মানব হইয়া মানব-অঙ্গে হানিব না তরবার।
আকুল পরাণে নয়নের জলে কাঁদিয়া ডাকিনু—স্বামি!
ভীরু আমিটারে নাশিয়া আমার জাগাও সত্য-আমি।

বিনিদ্র রাত হইল প্রভাত,—ডাক দিল সেনাপতি ;
হুকুম হইল 'তোমাদের আছে কাজ গুরুতর অতি।
বিদ্রোহী ঐ বন্দী সেনারা—পায়ে বেড়ী, হাতে কড়া,—
উহাদের প্রাণ নিতে হবে, যাও প্রস্তুত হও ত্বরা।'
আমি কহিলাম,—'আমা হ'তে কভু হবে নাক' এই কাজ ;
আমি আর নহি ঘাতক, গোলাম ;—বিশ্বের মহারাজ
আমার ভিতরে রয়েছে লুকায়ে, শুনেছি তাঁহার বাণী,—
জীবের অঙ্গে আঘাত করিলে শিবেরে আমরা হানি।
ম'রেছে তোমার হুকুমের দাস,—জেগেছে অমর প্রাণ ;
আজ আছে কাল নাই এ শরীর—অনন্ত ভগবান।'
গরজি উঠিল সেনাপতি রোষে,—'বাঁধ বিদ্রোহীটারে ;
ভীরু কাপুরুষ, কাল প্রাতে তুমি যাবে শমনের দ্বারে।
লৌহগুলির তপ্ত পরশে ঘুচায়ে নেশার ঘোর
বোঝাব তোমায়—কোন্ দেবতার হুকুমের বেশী জোর।'

জীবনের বেলা শেষ হ'য়ে আসে, ভগবান বিচারক ;
কে ভীরু সাহসী সেই জানে শুধু, সেই জানে ঝুট্, হক্ ।
মোর অপরাধ—ভায়ের বক্ষে হানিতে নারিনু ছুরি—
মোর অপরাধ—সহি নাই আমি মানুষের জুয়াচুরী ।
তোমরা আমায় দেহ গো বিদায়, সময় নাহি যে আর ।—
আমার বেদনা, হে কবি, ছন্দে গাঁথিও রক্ত-হার ।
প্রভাত এসেছে, উঁকি মেরে চায় লাজ-রক্তিম রবি ;
অস্ত-অচলে পাণ্ডুর চাঁদ হেরি এ পাপের ছবি ।
অবাক হইয়া চেয়ে রয় নীচে আকাশের নীল আঁখি—
মানুষ তাহার কামানের জোরে ভগবানে দেবে ফাঁকি !
দূরে গীর্জ্জায় বাজিছে ঘণ্টা—ও কাহার আহ্বান ?—
ভগবান ডাকে—আয় মোর বুকে, আয়রে বিজয়ী প্রাণ !
মরণে জিনিলে যে জীবনখানি, অম্লান আলো তার
সকল রাজার মুকুট-মণিরে দিবে চির ধিক্কার ।
আজিকে আমার কোন ভয় নাই—আমি যে মৃত্যু-হীন—
মরণের বুকে দেবতা আমার বাজায় অমৃত-বীণ ।

কামধেনু

দেশ যাহা ছিল

বড়দিদি, উঠে পড়, আর বেশী রাত নাই,
ছোট জা, গো! জাগো, জাগো, ভোর হ'য়ে আসে ভাই।
পদি পিসি উঠেছিস্! .বেশ বেশ তাড়াতাড়ি
ঘুঁটেগুলো ধরা দেখি—উহু, আজ শীত ভারি।
লাটাইটা খেঁদি দিদি চট্‌পট্ নিয়ে আয়,
চরকার সাথে ঐ সৈ মোর গান গায়।
বৌমার পাঁজগুলো সত্যি কি সুন্দর!
বড় দি গো! শুয়ে কেন? সুরু কর ঘর্ঘর।

ঘর্ঘর ঘর্ঘর চরকায় গায় গান—
রায়েদের বৌগুলো এত ভোরে ভানে ধান!
পদি পিসি, কাল বুঝি ও বাড়ীতে বৌভাত?
বড় দিদি, তোর ভাই কতজোরে চলে হাত!
মাগো! আর পারি নাকো, সুতাকাটা হল দায়,
মাসী দুটো ঘুঁটে দেনা, আগুন যে নিভে যায়!
খেঁদি ভাই! তোর কাছে আর দুটো হবে পাঁজ?
শুক তারা ডুবে গেল, এখনও যে কত কাজ!

ঘর্ঘর ঘর্ঘর চরকায় গান গায়—
রামুঘোষ গরু নিয়ে মই ঘাড়ে মাঠে যায়।
রায়েদের মণ্ডপে ঐ বাজে নহবৎ—
ছোঁড়াগুলো এইবার জুড়ে দেবে কসরৎ।
নাটাইটা দাও দিদি, সূতাগুলি তুলে রাখি,
সব পাঁজ শেষ মোর, একটাও নাই বাকি।
শীত এল, বিহারীর জামা দু'টো চাই মাসী ;
সূতাগুলি দাও দেখি, তাঁতীবাড়ী দিয়ে আসি।

প্রভাতে

ওরে জগা, ওরে মাধা, শীগ্‌গির উঠে পড়—
দেখে যারে মাঠ-ভরা কাপাস্ কি সুন্দর!
আয় হেলি ধামা নিয়ে, তুলোগুলো তুলে আনি-
পুরে গেল ধামা যে রে, ঝুড়ি দুটো আন টানি ;
ঐ আসে জগা, মাধা—ডাল যেন ভাঙে নারে ;
আয় আশা ঝুড়ি নিয়ে—যাই মোরা ঐ ধারে।
একধামা, দুই ঝুড়ি—ভ'রে গেছে পুরাপুরি—
জগা মাধা চলে আয়—করিস্‌নে হুড়াহুড়ি।

ওরে আশা, হেলি তোরা—উঠানের ঐ কোণে
কেরকীতে বিচিগুলো ছাড়া দেখি দুই বোনে।
ক্যাঁচ্‌কুচ্, ক্যাঁচ্‌কুচ্ কি মজার গান গায়—
বিচিগুলো একদিকে, আর দিকে তুলা যায়।
এইবার দুই বোনে বাছ দেখি তুলাগুলো—
হ'য়ে গেছে ? দেখি—মোটে একধামা হ'ল তুলো।
এইবার ঐগুলো রোদ্দুরে দিয়ে আয়,
তেল মেখে ঘাটে যাই—খেতে রোজ বেলা যায়।

দ্বিপ্রহরে

ছোট বউ, ছোট বউ, তুলোগুলো ধুনে নাও—
পিঞ্জন ঐ ঘরে, চট্‌পট্ আন, যাও।
ধুন্‌ধুন্ ধুন্‌ধুন্ কি মধুর আওয়াজ,
মায়ে ঝিয়ে সূতা কাটি, নাত্‌নীরা করে পাঁজ।
ধুন্‌ধুন্ পিঞ্জর গাহে গান,
ঘর্ঘর ঘর্ঘর চরকায় উঠে তান।
বড়, ছোট, মেজ বউ কেউ কোথা ব'সে নাই—
হেলি দিদি তোদের সে গানখানা গানা ভাই।

আশা ও হেলির গান

আমাদের ঘরে ঘরে কমলার মৃদু হাসি,
আমাদের আঙিনায় ফোটে ফুল রাশি রাশি।
আমাদের দীঘিভরা থৈ থৈ কালো জল,
আমাদের গোশালায় দুধভরা গাভীদল ;
আমাদের মাঠে মাঠে ফলে ধান, বাজে বাঁশী,
আমাদের পথে পথে মেঠো সুরে গায় চাষী,
আমাদেব বারো মাসে হয় তের পার্ব্বণ,
আমাদের মুখে হাসি লেগে থাকে অনুখণ।

আমাদের বাপ ভাই মাঠে গিয়ে করে চাষ,
ঘরে মোরা মায়ে ঝিয়ে সূতা কাটি বারমাস।
পুরুষেরা মাঠে করে অন্নের আয়োজন,
ঘরে বসি মোরা রচি অঙ্গের আবরণ ;
ঘর ও বাহিরে মোরা মিলেমিশে কাজ করি,—
ভিক্ষারে মোরা সবে ঘৃণা করি প্রাণ ভরি।

আমাদের দেশে তাই অলসের নাই ঠাঁই—
সবে মিলে করি কাজ, খাই দাই গান গাই।

দেশ খাহা হইয়াছে

কোথা যাই, কি যে করি—চারিদিক দেখি ফাঁকা!
কাপড়ের দাম হ'ল—জোড়া প্রতি দশটাকা।
"বৌদিদি আছ নাকি?"—কার গলা শুনা যায়?
শীগ্‌গীর বল মনু—'মা গিয়েছে ও পাড়ায়।'
লজ্জা সরম আর থাকেনাক' নারায়ণ!
এর চেয়ে মরা ভাল, ধিক ছার এ জীবন!
ছেঁড়া কাঁথা প'রে প'রে কাটায়েছি সাতমাস—
এইবার তাও গেছে; বাকি আছে গলে ফাঁস।

শুনিলাম ও পাড়ায়—কলুদের বউ কাল
গলে দড়ি দিয়ে নাকি এড়ায়েছে ভব জাল!
সংসারে কেউ তার ছিলনাক' আপনার;—
কাপড়-অভাবে শেষে ইজ্জৎ রাখা ভার;—
ভিক্ষা চলেনা আর—পথে চলা সুকঠিন!
ক্রমে ক্রমে কেটে গেল এক—দুই—তিন দিন।
পরিশেষে? থাক্ থাক্,—মা ধরণী! দ্বিধা হও;
ক্লীবদের ভার আর মিছামিছি কেন বও?

ক্ষুধাতুর শিশুদের পাণ্ডুর মুখগুলি
আর যে দেখিতে নারি! যবে কচি মুখ তুলি
বলে তারা, খেতে দে মা, চোখ ফেটে আসে জল,
বলি 'বাছা—কিছু নাই! নূন ভাত সম্বল।'

জোটে নাক' তাও পুরা, শীতে কাঁপি সারারাত,
তখন নয়ন-জলে ডাকি, প্রভু! প্রাণনাথ!
আমাদের নাও, নাও তুলে নাও পদতলে—
মরণ সহেনা আর তিলে তিলে পলে পলে।

আঁখি জলে আজ শুধু সেই দিন পড়ে মনে
যেই দিন চরকার সুমধুর গুঞ্জনে
মুখরিত ছিল সদা বাংলার প্রতি ঘর,—
গ্রামে গ্রামে অফুরাণ ছিল প্রাণ নির্ঝর!
এখন সকাল সাঁঝে চুপ ক'রে ব'সে থাকি,
নিঠুর গো! আমাদের কাজ দিতে পারো নাকি?
দ্বাপরে শুনিয়াছিলে দ্রৌপদীর ক্রন্দন—
আমাদের লজ্জা কি করিবে না নিবারণ?

দেশ যাহা হইতেছে

কে এসেছ দ্বারে বাবা! ক্ষুধায় যে প্রাণ যায়—
কাজ কিছু দিতে পারো? ভিক্ষা যে মেলা দায়!
কাঁধে ওটা চরকা না? দেখি বাবা একবার!
কোথা ছিলি হারানিধি? আমাদের হাহাকার
কাণে তোর পশে নাই নিঠুররে এত কাল?
দেখ্ দেখি একবার—হইয়াছে এ কি হাল!
পরণের বস্ত্র সে ছিঁড়ে গেছে শতখানে,—
কত দুঃখ স'য়েছি যে—নারায়ণ শুধু জানে!

বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি—আর কারে করি ভয়?
চরকার সাথে আসে আনন্দ অক্ষয়—

ভিক্ষার পাত্রটা দূর ক'রে ফেলে দাও,—
কাজ কর হাতে আর আনন্দে গান গাও!
চরকায় বস্ত্ররে, অন্ন সে চরকায়
চরকার পরশনে অধীনতা দূরে যায়—
ভেবেছিনু—কোন দিন ম'রে যাব অনাহারে—
চক্র ধরিয়া করে নারায়ণ হাসে দ্বারে।

দুখিনীরে! উঠে বস্—কাঁদনের অবসান!
ঐ শোন্ দেশ জুড়ে চরকায় উঠে গান।
অনাথিনি! ভাবনা কি? চরকারে চেপে ধর—
দৈন্য-তিমিরে তোর চরকাই দিবাকর।
পতিতারে! ফিরে আয়! আয় ঘরে, কথা শোন্,
ঘরে ব'সে সূতা কাটি ভাত তুই পাবি বোন!
ক্ষুধার অনলে জ্বলি কাঁদিতেছে কে কোথায়?
চরকা ডাকিছে তারে—"আয় মোর কাছে আয়।"

"আমা হ'তে হবে তোর দৈন্যের অবসান;
আমা হ'তে ফিরে তুই পাবি ধন সম্মান,—
আমি তোর ঘুচাইব জড়তার নাগপাশ,
দাসত্ব কালিমা তোর আমিই করিব নাশ,
পাণ্ডুর মুখে জ্যোতি আমিই করিব দান,
নিরাশা-কাতর বুকে তুলিব আশার গান!
নীরব কুটীরে তোর আমিই বাজাব বেণু,
আয় মোর কাছে আয়—হব তোর কামধেনু।"

কারার দুয়ারে

কারার দুয়ারে বন্ধু, বিদায়ের লহ সম্ভাষণ।
বেদনা-সিন্ধুর তীরে আমাদের আজিকে মিলন;
বিচ্ছেদের রাত্রি আসে, ছায়া তার প'ড়েছে অদূরে;
আলো আঁধারের তীরে আজি গান গাব কোন সুরে?
গাব না দুঃখের গান; দুঃখ মিথ্যা, মিথ্যা অন্ধকার;
সত্য শুধু মুক্তি-পথে মানুষের চির-অভিসার
অনন্ত আলোর পানে; কারাগার-ফাঁসি-নির্ব্বাসন
সেই অভিসার-পথে ক্ষণিকের ব্যথার বন্ধন।
বন্ধন ঘুচিয়া যায় রজনীর দুঃস্বপ্নের মত;
চিরন্তন শুধু চলা; কে করিবে তারে প্রতিহত?
আজিকে তোমার মাঝে নমি সেই পথিক-প্রাণেরে,—
তুচ্ছ করি সর্ব্ব বিঘ্ন, জয় করি সকল ভয়েরে
যে প্রাণ চলেছে নিত্য কূল হতে অকূলের টানে,
বাজায়ে ঝড়ের বাঁশি উদ্বেলিত দুরন্ত তুফানে,
যার কাছে নাহি রাজা, নাহি মৃত্যু, নাহি পরাজয়,
নাহি মাতা, নহি প্রিয়া, নাহি মোহ, যে চিরদুর্জ্জয়,
তোমার ভিতরে আজি হেরি তারে জয়ী জ্যোতিষ্মান।
বন্ধু, এই গানে সেই পথিকের গাহি জয়গান।

পথিকের গান

নীল গগনের নীল পেয়ালায় ওরে পথিক, দাও চুমুক ;
আলোর সুরায় ভুল্‌বরে আজ এ জীবনের সকল দুখ।
ভুল্‌ব আমার দুখের অতীত, ভুল্‌ব কালো ভবিষ্যৎ ;
কূলের নোঙর তুল্‌ব এবার, ডাক দিয়েছে অসীম পথ।
নীল-আকাশের পথিক-মেঘের পাখায় চ'ড়ে দিলাম পাড়ি—
দিগ্‌বধূদের বাজল যে শাঁখ, বাজায় বাঁশী দূরের গাড়ী ;
বন্ধু আমার ! পথ ছেড়ে দাও, রথ এল যে দূর-দেশের,
যাবার বেলায় রইল আমার বিদায়-চুমা রাত-শেষের।
শাস্ত্র-সমাজ ভুলব এবার, ভুলব জাতি সম্প্রদায়,
ভুল্‌ব কোরাণ, বেদ্‌-বাইবেল ,—কাজ কি নমি এদের পায় ?
দীন্‌-দুনিয়ার আবর্জ্জনার টানুন বোঝা জগন্নাথ ;
কাজ কি আমার ভূ-ভারতের চিন্তা নিয়ে কাটিয়ে রাত ?

থাকুক আমার বাঁশের বাঁশীর সুরের মায়া চমৎকার,
থাকুক আমার স্তব্ধ-অতল নিশীথিনীর অন্ধকার ;
জড়িয়ে থাকুক মর্ম্মে আমার রাঙা-উষার স্বপন খানি,
প্রাণের বীণায় বাজুক এবার বন-পথের গভীর বাণী।

থাকুক এবার একলা আমার হাস্য-ভরা খেলার ঘর ;
আর যা কিছু নাই প্রয়োজন , আসে আসুক, নাইক' ডর,
নাই অনুরাগ, নাইক' বিরাগ, নাইক' মিতা, নাইক' পর ;—
সকল দাবীর শেষ ক'রে আজ ফিরে এলেম আপন ঘর।
এই ধরণীর অনেক দিনের ব'য়েছি ভাই অনেক ভার ;
প্রাণের কাঁদন ঘুচ্‌ল না হায়! কোথায় বল দুখের পার ;
তাইত এবার আপন-সীমায় ছিঁড়ে এলেম হাটের ডোর,—
আনন্দ ভাই, বাইরে যে নাই, আনন্দ যে হিয়ায় মোর !
সেইখানে যার ফুট্‌ল না ফুল, সেখানে যার অন্ধকার—
মিথ্যা তাহার তপস্যানল,—কাঁটায় ভরা জীবন তার।

এই ঘরে মোর দিবস-নিশায় আজ্ হ'তে যে বাজবে বাঁশী—
সেই বাঁশরীর সুরের আলোয় তারার মুখে ফুটবে হাসি ;
আনন্দ-দীপ জ্বাল্‌ব এবার নিরালা মোর প্রাণের ঘরে—
এই দীপেরই সোনার আলোক ছড়াবে দিগ্-দিগন্তরে।
পুণ্য-পাপের ধার্‌ব না ধার, পুঁথির বুলি ঢের শুনেছি,
নীতির কথায় যায় না আঁধার, আনন্দ তাই সার বুঝেছি।
প্রাণ খোলা যার হাসির লহর, প্রণাম করি তাহার পায়—
এই দুনিয়ার চিতার উপর হাসতে পারে ক'জন হায় ?
দয়ার প্রকাশ নয় সুকঠিন, মিলে না হায় প্রেমিক প্রাণ,
হাতের সেবার চেয়েও কঠিন আনন্দে গো হৃদয় দান।
আনন্দ-দূত ! তাইত তোমার গলায় দিনু মিলন-মালা—
নীল-গগনের নীল পেয়ালার আলোর মদে ভুলাও জ্বালা।

———

গুর্খা-শের

ঘুমাও ঘুমাও বন্ধু ! রণ ক্লান্ত হে বীর সৈনিক !
মরণ-বঁধুর কোলে মাথা রাখি ঘুমাও খানিক।
বহুকাল পাও নাই সুনিবিড় নিশ্চিন্ত বিশ্রাম,
চতুর্দ্দিক হ'তে মিথ্যা আঘাত হেনেছে অবিরাম।
তবু দীর্ঘ রাত্রি দিন যুঝিয়াছ শান্তিহীন একা।
সর্ব্বাঙ্গে ঝরেছে রক্ত—কোন বন্ধু দেয় নাই দেখা।
অবসন্ন ক্রমে তনু—ক্ষীণ হয়ে এলো কোলাহল,
সম্মুখে মরণ-সিন্ধু এল ধেয়ে উন্মত্ত অতল ।
তবু সেই শেষ ক্ষণে হেরেছি তোমারে মহাবীর
নির্ব্বিকার, অচঞ্চল, হিমাচল সম ঊর্দ্ধ শির।
মৃত্যুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন সেই আলো আঁধারের তীরে
হেরিলাম সে কি দৃশ্য ! মানবের গর্ব্বোন্নত শিরে
মহাকাল ধরিয়াছে রাজচ্ছত্র নক্ষত্র খচিত ;
অমৃত-নন্দন নর, পদতলে মরণ লুণ্ঠিত !
উন্নত ললাটে শোভে স্বরগের পারিজাত মালা ;
সূর্য্যের মুকুট শিরে ; নেত্রে তার বিদ্যুতের জ্বালা,

* গুর্খাবীর দল বাহাদুর গিরির স্মরণে।

ধরণী চরণে তার ঢালে শস্য রত্ন উপহার,
সমুদ্র শোনায় তারে অনন্তের সঙ্গীত উদার।
করিছে বন্দনা তারে জোড় করে দিগঙ্গনাগণ—
দানব-বিজয়ী নর! জয় তব সুরেন্দ্র-নন্দন!
ত্রিভুবনজয়ী তব রথপরে সারথি কেশব ;
দেবতার সখা তুমি—করে শোভে গাণ্ডীব ভৈরব।
অসীমের কূল হ'তে আসিল সে দুর্জ্জয় নাবিক,
ধরণীর ঘাট তার বিশ্রামের আবাস ক্ষণিক,
বুকে তার জ্বলে হু হু সুদূরের দুরন্ত পিপাসা,
আকাশ ডাকিছে তারে—ওরে মুক্ত! ভেঙে ফেল বাসা,
বায়ু কহে—আয় মোর সাথে সাথে পাগল সোদর,
ফুল কহে—ফুটে ওঠ বিশ্বমাঝে সহজ সুন্দর।
গিরি কহে—উঠ বীর উর্দ্ধ-শির, নির্ভীক, স্বাধীন,
সিন্ধু কহে—মোর সাথে গান গাহ বন্ধন-বিহীন।
অনন্ত নিখিল সদা মুক্তিমন্ত্র ঢালে তার কাণে—
তুমি তারে পঙ্গু করি দিবে মূর্খ, শস্ত্রের বিধানে ?
শিকল পরায়ে পায়ে প্রাণ তার বাঁধিবে শিকলে ?
মুক্তির অমর মন্ত্র ভোলাইবে তুচ্ছ অসি বলে ?
শক্তি-মত্ত রে দাম্ভিক, পারিলে না জিনিতে তাহারে।
চিরমুক্ত আত্মা তার সগৌরবে গেল পরপারে।
পিছনে রয়েছে পড়ি দেহ শুধু আঘাতে বিকল,
স্বাধীন উন্মুক্ত প্রাণ নীলাকাশে হাসে খল খল।

—————

নারী স্বর্গের দ্বার

নারী নরকের দ্বার—
জানিনা এ কথা প্রথম ধ্বনিত হইল কণ্ঠে কার।
সে কি কোন দিন জীবনে কখনো পায়নি মায়ের কোল?
কচি-তনু-খানি কোলে ক'রে তার দেয় নাই কেহ দোল?
কপালে তাহার টিপ দিবে ব'লে চাঁদেরে সাধেনি কেহ?
চোখে তার কেহ দেয়নি কাজল? বুকে বেঁধে তার দেহ
শোনায়নি তারে কোন নারী কি গো ঘুম্-পাড়ানীর গান?
প'ড়ে গেলে তারে 'ষাট' 'ষাট' ব'লে করে নাই চুমা দান?
'হাঁটি' 'হাঁটি' ব'লে চলিতে তাহারে শেখায়নি শৈশবে
কোন নারী কি গো? হয় ত' সেজন এম্‌নি অভাগা হবে!
হয় ত' তাহার ছিলনা ভগিনী, হয় ত ছিলনা মাতা!
ঠাকু'মার মুখে কল্পলোকের শোনেনি গল্প-গাথা!
অসুখের রাতে মায়ের হাতের পায়নি পরশ খানি,
পরম দুঃখে শোনেনি নারীর মধুর কোমল বাণী,
হয় ত' সে জন পায়নি জীবনে রমণীর ভালবাসা,
দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরেছে হৃদয়, মেটেনি প্রাণের আশা;
এমনি' করিয়া রমণীর প্রেমে বঞ্চিত হ'য়ে যার
কাটিল জীবন, সেই লিখিয়াছে—নারী নরকের দ্বার।

নারী স্বর্গের দ্বার—
নূতন যুগের নূতন বীণায় তোল এই ঝঙ্কার।

এই জগতের যত মহারথী, যত বড় বড় কবি,—
যত মহাজন, শিল্পীরা যারা এঁকেছে অমর ছবি,—
নারী করিয়াছে সবারে সৃষ্টি। বাল্মীকি, কালিদাস,
বুদ্ধ, খৃষ্ট সবে করিয়াছে নারীর গর্ভে বাস।
অনাগত যুগে আসিছে যাহারা অতি-মানুষের দল
তারাও আসিছে মায়ের গর্ভে। তার প্রেম সুকোমল
এই জগতের যা কিছু কঠোর, যা কিছু অসুন্দর—
সবারে তুলিছে সুন্দর করি'। ম'রেছে লখীন্দর
হিংসার বিষে,—বাঁচাবে তাহারে বেহুলা নূতন করি'
সত্যের ...রে দিবে প্রাণ শোন, সাবিত্রী সুন্দরী।
অন্ধ হ'য়েছে কুরুরাজ আজ রাজ্যের লালসায়—
ঐ আসে তাই গান্ধারী সতী—অঞ্চল দেখা যায়।
হিংসা-দ্বেষের গরলে ফেনিল মানব-সাগর-তীরে
নারী গড়িতেছে মিলনের তাজ ব্যথার অশ্রুনীরে।

নূতন যুগের কবি—
নূতন ছন্দে গাহ আরবার—নারী স্বর্গের ছবি।
পুরুষের মাঝে যাহা রমণীয়—সব রমণীর দান—
পুরুষ হ'য়েছে প্রেমিক নারীর প্রেম-নীরে করি স্নান।
নিমায়ের প্রেম বিকসিত হ'ল শচীর হিয়ার তলে,
জননী সুনীতি ধ্রুবের হৃদয় ফুটাইল শতদলে,—
যুদ্ধ জয়ের মন্ত্র শিখিল অর্জ্জুন-নন্দন
মাতার গর্ভে গোপনে; নরের পিছনে নারীর মন।
পুরুষ প্রথম পাইয়াছে রূপ—নারীর রূপের মাঝে,
যা কিছু তাহার কাব্যের মাঝে নারীর ছন্দ বাজে।

অর্ঘ্য

যুগে যুগে দেশে দেশে আপনারে অর্ঘ্য দিল যারা
সত্য-শিব-সুন্দরের পদে ;—হল যাঁরা সর্ব্বহারা
আপনারে নিঃশেষিয়া তিলে তিলে মানবের লাগি,
সুখ-শয্যা পরিহরি তৃণ-শয্যা নিল যারা মাগি,
সিংহাসন ছাড়ি যারা দাঁড়াইল পথের ধূলায়,
স্বর্ণ-সৌধ তেয়াগিয়া যারা ধূলি-ধুসরিত পায়
মানবের দ্বারে দ্বারে বিলাইল অমৃতের ধারা,
দীর্ঘ-রাত্রি দীর্ঘ-দিন নিদ্রাহীন তপস্যার দ্বারা
অতিক্রমি অজ্ঞানের অমানিশা ঘোর অন্ধকার
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষেরে যাহারা করিল আবিস্কার,
রাজবেশ দূরে ফেলি, অঙ্গে বহি কঠিন বল্কল,
সত্যের চরণে যারা ডালি দিল জীবন-কমল,
গরল করিল পান, অগ্নিকুণ্ড মাঝে প্রবেশিল,
কণ্টক মুকুট মাথে ক্রুশ-কাষ্ঠে জীবন সঁপিল,
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি এ ধরার বেদনার ভার
স্কন্ধে তুলি নিল যারা—তাহাদের করি নমস্কার।

স্বদেশের অপমানে যাহাদের দহিল অন্তর,
বন্ধন ছিঁড়িতে যারা মরণেরে করিয়া দোসর
বিদ্রোহের ধ্বজা বহি বাহিরিল রক্তসিক্ত পথে,
ঘুরিল প্রান্তরে, বনে, মরুভূমে, দুর্গম-পর্ব্বতে
একা একা বন্ধুহীন—অনাহারে শীর্ণ কলেবর,—
সম্মুখে অজানা দেশ, পশ্চাতে ফিরিছে গুপ্তচর ;
মুক্তিরে বাসিয়া ভাল ফাঁসি কাঠে দিল যারা প্রাণ,
কারা-কক্ষে বন্দী রহি পলে পলে করি আত্মদান
যাহারা গড়িল শুভ্র, অভ্রভেদী মুক্তির মন্দির,
তাদের চরণ প্রান্তে বার বার নত করি শির।

লক্ষ্মীর কমলবন ছাড়ি যারা জ্ঞানের সন্ধানে
বাহিরিল দিকে দিকে ; ছুটে গেল অজানার টানে
নূতন নূতন রাজ্যে, মানিল না শিলা-বজ্র-পাত,
অসভ্য বর্ব্বর সাথে মহারণ্যে কাটাইল রাত,
সাহারার শুষ্ক বুকে তুচ্ছ করি মরু-বালু-ঝড়,
অচেনা হিংস্র-দেশে বহু দুঃখ সহি নিরন্তর
নূতন নূতন তথ্য যাহারা করিল আহরণ,—
শিরে বহি সুদুর্গম শৈলশিরে তুষার-বর্ষণ
জানিতে ছুটিল যারা হিমাদ্রির রহস্য অপার,
উড়িল আকাশ মার্গে, উল্লঙ্ঘিল পর্ব্বত-প্রাকার,
প্রবেশিল সিন্ধু বুকে, ধরিত্রীর আঁধার বিবরে,—
নির্ভয়ে ভাসিল যারা পথহীন দুস্তর সাগরে—
মানিলনা কোন বাধা, যারা শ্বেত ভল্লুকের দেশে
তুষার-ঝঞ্ঝার সাথে নিশিদিন যুদ্ধ করি শেষে

ঘুমায়ে পড়িল হায়! যাহাদের সাধনা দুর্ব্বার
নব নব জ্ঞান-রত্নে সাজাইল বিশ্বের ভাণ্ডার,
বন্য-জন্তু-সমাকুল মরুভূমে করিল উদ্যান—
সেই সব বীরদলে ভক্তি ভরে করি অর্ঘ্য দান

———